The Chittagong University Journal of Arts and Humanities
ISSN 1993-5536
VOL.XXXVII, 2021 (pp. 27 - 46)
Published in February, 2025

কুরআন ও সুন্নাহ্র আলোকে প্রবৃত্তি আসক্তির নিরাময়: একটি পর্যালোচনা

ড. মুহাম্মদ নূরুল আমিন নূরী *

প্রতিপাদ্যসার: [বান্দা যখন গৌরব ও অহংকারবসত আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত করাকে হেয় জ্ঞান করে, তখন তার অন্তরের মণিকোঠায় আল্লাহ্ তা'আলার পরিবর্তে অন্য বস্তুর অভিলাষ এভাবে স্থান করে নেয় যে, সেই বস্তুকে ঘিরে তার চাহিদা ও আকর্ষণ ক্রমাগত বহুগুণে বৃদ্ধি পেতে থাকে। অধিকন্তু, যে আল্লাহ্ তা'আলাকে মা'বূদরূপে স্বীকার করতে পারে না, তাঁর প্রতি হৃদয় নিংড়ানো প্রেম-ভালোবাসার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে না; বরং এসব বিষয়ে নাক সিটকিয়ে অহংকার প্রদর্শন করে, তবে অন্য বস্তুর প্রেম-ভালোবাসা ও কামনা-বাসনা তার অন্তরে এভাবে গেঁথে যায় যে, তা তাকে অধীনস্থ দাসের মত নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। হোক সে বস্তু ধন-সম্পদ অথবা নারীলিপ্সা ও প্রাচুর্যের মোহ কিংবা দুনিয়াবি কোনো পদমর্যাদা কিংবা কোনো প্রতিকৃতি অথবা এমন কোনো বস্তু যাকে সে আল্লাহ্ তা'আলার পরিবর্তে ইলাহ্‌রূপে গ্রহণ করে নিয়েছে। এ প্রবন্ধে মনোপ্রবৃত্তির পরিচয়, এর অনিয়ন্ত্রিত তাড়না, এর কিছু প্রকার নিয়ে তথা নারীপ্রীতি, ব্যভিচারের অবশ্যম্ভাবী ক্ষতিকর প্রতিফলসমূহ, নারীর প্রতি অযাচিত কামাকর্ষণের প্রতিকার, সম্পদের লালসা, নেতৃত্বের লোভ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ্ এবং ইসলামিক স্কলারের বিজ্ঞমতামতের আলোকে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।]

ভূমিকা: বর্তমান বিশ্বের পরিস্থিতি লক্ষ করলে স্পষ্ট হয় যে, প্রবৃত্তির তাড়না তার নানাবিধ সম্মোহনী শক্তি দিয়ে আমাদেরকে মোহাবিষ্ট করে রেখেছে। তাইতো এখন এমন মুসলিমের সংখ্যা অগণিত যার অন্তরে ঠাঁই করে নিয়েছে নারীলিপ্সা ও প্রাচুর্যের মোহ, জাঁকজমকপূর্ণ বেশ-ভূষা ও আলিশান গাড়ির অভিলাষ, নেতৃত্ব-পদমর্যাদার অনিয়ন্ত্রিত আকাঙ্ক্ষা, আমোদ-প্রমোদ ও বিনোদন প্রীতি ইত্যাদি। প্রবৃত্তির ক্ষেত্রে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি মূলত এই দুই প্রান্তিক দলের মাঝামাঝিতেই অবস্থান করে। কারণ যারা সর্বদা পাপ কাজে লিপ্ত তারা সালাত নষ্ট করে এবং কুপ্রবৃত্তির অনুবর্তী হয়; অপরদিকে যারা বৈরাগ্যবাদী তারা আল্লাহ্ তা'আলা যেসব পবিত্র বস্তুকে হালাল ঘোষণা করেছেন সেগুলো হারাম ঘোষণা করতে কুণ্ঠাবোধ করে না। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ তা'আলার মনোনীত ধর্ম ইসলাম মানুষের সমূহ পরিস্থিতিকে বিশেষ বিবেচনায় রেখেছে। তাদের সহজাত চাহিদা ও মানবিক প্রবৃত্তিকে মূল্যায়ন করেছে। তাই তো একদিকে ইসলাম মানুষের সহজাত চাহিদা ও প্রবৃত্তিকে স্বীকার করে এবং অন্যদিকে তা সুনিয়ন্ত্রিত রাখার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। প্রবৃত্তিতাড়িত হয়ে সে নিজেকে ধ্বংসের গর্তে ঠেলে দেবে না; বরং প্রবৃত্তির এ তাড়না পূরণের জন্য সে ইসলাম নির্দেশিত নিরাপদ পন্থা গ্রহণ করবে। এ প্রবন্ধে কুরআন ও হাদীছের আলোকে প্রবৃত্তি আসক্তি ও এর নিরাময় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

এক: প্রবৃত্তির পরিচয়

আত্মা যা চায় বা কামনা করে তাই শাহ্ওয়াত তথা প্রবৃত্তি। আত্মা এটি বাস্তবায়নে বদ্ধপরিকর, চাই তা যতই বিপজ্জনক হোক না কেন। এই সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, ﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ

* অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ﴾ "মানবকূলকে মোহগ্রস্ত করেছে নারী, সন্তান-সন্ততি, রাশিকৃত স্বর্ণ-রৌপ্য, চিহ্নিত অশ্ব, গবাদি পশুরাজি এবং ক্ষেত-খামারের মত আকর্ষণীয় বস্তুসামগ্রী। এসবই হচ্ছে পার্থিব জীবনের ভোগ্য বস্তু। আল্লাহ্‌র নিকটই হলো উত্তম আশ্রয় [সূরাতু আলে-'ইমরান, ৩ : ১৪]।" এর ভয়াবহতার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, এটা মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে যেতে পারে। যেমন 'আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, "حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ، وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ" "জান্নাতকে অপছন্দনীয় বস্তু দ্বারা বেষ্টিত করে রাখা হয়েছে এবং জাহান্নামকে আকর্ষণীয় বস্তু ও কামনা-বাসনা দ্বারা বেষ্টিত করে রাখা হয়েছে" (আল-কুশায়রী ৪/২১৭৪/২৮২২)।

যারা প্রবৃত্তিপূজায় মত্ত, তাদের অন্তরে প্রবৃত্তির প্রভাব ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে সময় লাগে না। ফলে তাদের অন্তর প্রবৃত্তির দাসত্ব গ্রহণ করে এর নিকট চিরতরে বন্দী হতে দ্বিধাবোধ করে না। শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়্যাহ্ (র.) [মৃত্যু: ৭২৮হি/১৩২৮] বলেন, "যে ব্যক্তি নারীলিপ্সা কিংবা খাদ্য, পানীয় ও পোশাক-পরিচ্ছদের প্রবৃত্তির তাবেদারিতে ডুবে থাকে, তার অন্তরের গভীরে এসব বস্তুর কামনা-বাসনা এভাবে গেঁথে যায় যে, তার ওপর সেগুলোর এক প্রকার নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। ফলে সে তার প্রবৃত্তির এমন অনুগত দাসে পরিণত হয়- যাকে মালিক যথেচ্ছা যত্রতত্র ব্যবহার করতে পারে। প্রকাশ থাকে যে, যেসব বস্তুর প্রভাব সৃষ্টির ফলে হৃদয় চিন্তার জগতে ডুবে থাকে তা দু'ধরনের: হয়ত সে বস্তু হবে লোভনীয় ও চিত্তাকর্ষক; কিংবা তা হবে চিত্তের জন্য আতঙ্কের কারণ। যেমন- সম্পদ কিংবা পদমর্যাদার লোভ ও নারীলিপ্সা মানুষের হৃদয়কে মোহাবিষ্ট করে ফেলে। অপরদিকে যার হৃদয়ে অন্যের আতঙ্ক বিরাজ করে, তার বিবেক-বুদ্ধিকে আতঙ্ক এভাবে আচ্ছাদিত করে ফেলে যেভাবে পানি ডুবন্ত ব্যক্তিকে আচ্ছাদিত করে" (ইবনু তায়মিয়া *মাজমূ'উল ফাতাওয়া* ২/৫৯৪-৫৯৫)। ইমাম শাফি'ঈ (র.) [মৃত্যু: ২০৪ হি/৮২০] বলেন, مَنْ لَزِمَ الشَّهَوَاتِ، لَزِمَتْهُ عُبُوْدِيَّةُ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا "যে প্রবৃত্তির পেছনে ছুটতে থাকে, দুনিয়াদারের দাসত্ব তার পেছনে লেগে থাকে" (আয-যাহাবী ১০/৯৭)। খেয়াল-খুশীর জগতে নিরবচ্ছিন্নভাবে নিমগ্ন থাকা শরী'আতের দৃষ্টিতে নিন্দনীয়। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا﴾ "তাদের পরে আসলো অযোগ্য উত্তরসূরীরা, তারা সালাত নষ্ট করলো এবং কুপ্রবৃত্তির অনুবর্তী হলো। সুতরাং অচিরেই তারা কুকর্মের শাস্তির সম্মুখীন হবে [সূরাতু মার্‌ইয়াম, ১৯ : ৫৯]।"

অনুরূপভাবে যুক্তির বিচারেও প্রবৃত্তির অনুসরণ নিন্দনীয় হওয়া কাম্য। কারণ, যে ব্যক্তির মাঝে জ্ঞান-বুদ্ধি, অন্তর্দৃষ্টি ও পরিণামদর্শিতার সন্নিবেশ ঘটবে, সে কখনো নশ্বর পৃথিবীকে অবিনশ্বর আখিরাতের ওপর প্রাধান্য দিতে পারে না। এক্ষেত্রে ইবনুল জাওযী (র.) [মৃত্যু; ৫৯৭হি/১২০১]-এর বক্তব্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, "জেনে রাখা দরকার, প্রবৃত্তির তাড়না ভবিষ্যৎ পরিণামের কথা বিস্মৃত হয়ে বর্তমান ভোগ-বিলাসে নিবিষ্ট থাকতে উদ্বুদ্ধ করে। তা মনের চাহিদা তৎক্ষণাৎ অর্জনের প্রতি মানুষকে অনুপ্রাণিত করে; যদিও এর তড়িৎ প্রতিক্রিয়াস্বরূপ যন্ত্রণা ও কষ্ট পোহাতে হয় এবং পরবর্তী সময়ে সুখ-শান্তি থেকে বঞ্চিত হতে হয়। সুতরাং বুদ্ধিমান ব্যক্তি যেহেতু জানে যে, প্রবৃত্তির তাড়না (মানুষের ওপর) জয়যুক্ত হয়, তাই তার উচিত যে কোনো বিষয়কে সহজাত বিচার-বুদ্ধির মানদণ্ডে যাচাই করা। কারণ, সহজাত বোধশক্তিই একজন মানুষকে ভবিষ্যৎ কল্যাণ সম্পর্কে ভাবতে শেখায় এবং সংশয়পূর্ণ পরিস্থিতিতে কুপ্রবৃত্তির মোকাবেলায় সতর্কতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে; যাতে করে প্রবৃত্তির যাবতীয় অশুভ পরিণতির হাত থেকে মুক্তির পথ নিশ্চিত করা যায়" (ইবনুল জাওযী *যাম্মুল হাওয়া* ১/১২)।

মানুষের মনে রাখতে হবে, প্রবৃত্তির আনুগত্যের ফলে যে অশুভ পরিণতি, কষ্ট-যাতনা ও আফসোসের সম্মুখীন হতে হয়, তার ওপর ধৈর্য ধারণের তুলনায় অধিক সহজ হলো প্রবৃত্তির যাবতীয় লোভ-লালসা, সম্মোহনী শক্তি ও বাহ্যিক চাকচিক্য থেকে বেঁচে থেকে ধৈর্য ধারণ করা। ইবনুল কায়্যিম (র.) [মৃত্যু: ৭৫১ হি] সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, মনের অযাচ্য প্রবৃত্তির আনুগত্যের ফলসমূহ বিপর্যয়ে আপতিত হবার পর ধৈর্য ধরা হয়, এর তুলনায় অধিক শ্রেয় ও সহজ হলো প্রথম থেকেই সেসব প্রবৃত্তির আনুগত্য হতে বিরত থেকে ধৈর্য ধারণ করা। কারণ প্রবৃত্তির আনুগত্যে যেটুকু না স্বাদ মেলে তার চেয়ে বেশি মেলে দুশ্চিন্তা, বিষণ্ণতা ও আতঙ্ক; বরং প্রবৃত্তির সাময়িক মজা লুটতে গিয়ে মানুষ তার অমূল্য জ্ঞানভাণ্ডার হারাতে বসে। তদুপরি, মানুষ যখন অন্ধ হয়ে নিজের মনোবাসনার পশ্চাতে ছুটে বেড়ায় তখন আল্লাহ্ তা'আলার নেয়ামতের দরজা তার জন্য চিরতরে বন্ধ হয়ে যায় এবং সে এমন (আত্মিক) রোগে আক্রান্ত হয়, যার থেকে সে কখনো আরোগ্য লাভ করতে পারে না। কারণ, আমল অনুযায়ী মানুষের মাঝে ভাল কিংবা মন্দ গুণ ও উত্তম কিংবা বদ চরিত্র সৃষ্টি হয় (ইবনুল কায়্যিম *আল-ফাওয়া'ইদ* ১/১৩৯)।

প্রবৃত্তি আসক্তির মৌলিক বিষয় যথা, নারীপ্রীতি ও সম্পদের লালসা-প্রাচুর্যের মোহ এবং নেতৃত্ব-পদমর্যাদার অনিয়ন্ত্রিত আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি সম্পর্কে নিম্নে সবিস্তারে আলোচনা করা হবে।

দুই: নারীপ্রীতি

নারীপ্রীতি অন্য শব্দে যৌনলিপ্সা সম্পর্কে সামগ্রিক আলোচনা করতে গিয়ে যে বিষয়টি পরিদৃষ্ট হয়, তা হলো– বিধর্মীদের পাশাপাশি বর্তমান মুসলমানরা পর্যন্ত এহেন নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির দুর্গন্ধময় জলাভূমিতে ডুবে আছে। এমন মুসলমানের সংখ্যা অগণিত যারা তাদের অধিকাংশ সময় স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল এবং ইন্টারনেট জগতে বুঁদ থেকে কাটিয়ে দেয়। যাবতীয় অশ্লীল প্রোগ্রামের জন্যই যেন তাদের চক্ষু নিবেদিত। শরী'আত নিষিদ্ধ উপায়ে নিজের মনস্কামনা চরিতার্থ করার লক্ষ্যে কুফরের দেশে পাড়ি জমানো মুসলিমদের সংখ্যা রীতিমতো চোখে তাক লাগার মতো।

একদিকে 'নাফসে আম্মারা' (মন্দ কাজের নির্দেশদাতা অন্তর) এবং অন্যদিকে মানব ও জিন শয়তান সর্বদা এই প্রচেষ্টায় লিপ্ত যে, কীভাবে মুসলমানের সতীত্ব ও চরিত্র বিনাশ করা যায়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا﴾ "আর আল্লাহ্ তোমাদের ক্ষমা করতে চান। আর যারা কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করে তারা চায় যে, তোমরা ভীষণভাবে পথচ্যুত হও [সূরাতুন নিসা', ৪ : ২৭]।" উল্লেখ্য যে, যে ব্যক্তি নিজের মনোপ্রবৃত্তির লাগাম অবাধ ছেড়ে দেয়, এর থেকে সৃষ্ট মাতলামি ও উন্মত্ততার কোনো সীমা থাকে না। দুনিয়ার মোহে লালায়িত ব্যক্তি যেমন সম্পদ অর্জন থেকে পরিতৃপ্ত হয় না, যেমন হাদীছের ভাষায়, "لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَابْتَغَى وَادِيًا ثَالِثًا، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ." "আদম সন্তান যদি দু'টি মাঠ ভর্তি সম্পদের অধিকারী হয়ে যায়, তাহলে সে তৃতীয় মাঠ ভর্তি সম্পদ খুঁজে বেড়াবে। আদম সন্তানের পেট মাটি ভিন্ন আর কোনো কিছুই ভরাতে পারে না" (আল-কুশায়রী ২/১০৪৮/৭২৫; আল-বুখারী ৫/৬০৭২/২৩৬৪), তেমনি যে ব্যক্তি কোনো নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না করে যৌনক্ষুধার পেছনে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়ায়, সেও কোনোক্রমে নিবৃত্ত থাকে না। শায়খ আলী তানতাভী (র.) বলেন, "যদি তোমাকে কারূনের সমপরিমাণ সম্পদ, হিরাক্লিয়াসের মতো দেহশক্তি এবং প্রত্যেক রং-বেরঙ্গের রূপবতী নয়নাভিরাম লাস্যময়ী দশ হাজার রমণী দান করা হতো, তবে কি তুমি পরিতৃপ্ত হতে? না, কখনও না! এটি আমি যেমন জোর গলায় বলতে পারবো তেমনি স্পষ্টাক্ষরে লিখেও দিতে পারবো। তবে একজন হালাল নারীই তোমার জন্য যথেষ্ট। এক্ষেত্রে তুমি আমার কাছ থেকে প্রমাণ তলব করো না। কারণ, তোমার আশপাশে সামান্য চোখ বুলাতেই অগণিত চাক্ষুষ প্রমাণ তোমার চোখের সামনেই পেয়ে যাবে" (আত-তানতাবী ১৪৬; ইবনুল জাওযী *সাইদুল খাতির* ২৬১।

ইবনুল মুকাফ্‌ফা রচিত *"আল-আদাবুল কাবীর"* গন্থে বর্ণিত আছে, "জ্ঞাতব্য যে, যেসব বিষয় দ্বীন বিনাশে অগ্রণী ভূমিকা রাখে, মানবসম্পদ বিনষ্ট করে ও শারীরিক শক্তি ক্ষয় করে, অপমান ত্বরান্বিত করে ও মনুষ্যত্ব দূরীভূত করে, আত্মগরিমা ও ভাবগাম্ভীর্য দ্রুত বিনাশ করে– তন্মধ্যে নারীপ্রীতি অন্যতম। আশ্চর্যের বিষয় হলো, সুস্থ মস্তিষ্ক লালনকারী-বোধশক্তিসম্পন্ন কোনো ব্যক্তি হঠাৎ দূরে অবস্থানরত অচেনা চাদরাবৃত রমণীকে দেখে তার সৌন্দর্য ও রূপ-মাধুর্য নিয়ে নিজ অন্তর্জগতে বিভিন্ন চিত্র অংকনে মত্ত হয়ে যায়। এক পর্যায়ে সে ওই রমণীকে না দেখে না জেনে তার ভালোবাসায় দেওয়ানা ও মাতোয়ারা হয়ে পড়ে। এক পর্যায়ে সেই আসক্তি ও মাতলামি এতই গভীর হয়ে যায় যে, উক্ত রমণীর পক্ষ থেকে সে চরম হেনস্থা ও অপমানের শিকার হবার পরেও সে তাকে প্রেম করা থেকে নিবৃত্ত থাকতে পারে না। সে তাকে এক মুহূর্তের জন্যও বিস্মৃত হয় না। এভাবেই সে ওই স্বাদ না পাওয়া প্রেমাস্পদের প্রেমে হাবুডুবু খেতে থাকে। প্রকৃত কথা হলো, পৃথিবীর বুকে যদি কেবল একজন নারীই বাকি থেকে যেতো, তাহলে পুরুষ তার ব্যাপারে ভাবতো যে, এই নারীর মাঝে এমন কিছু গুণ আছে যা স্বাদযোগ্য অন্যান্য বস্তুর মাঝে অবিদ্যমান। মূলত এটিই নির্বুদ্ধিতা ও মূর্খতার চরম পর্যায়" (ইবনুল মুকাফ্‌ফা' ১১৭-১১৮)।

প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুতর ও ভয়াবহ ফেতনা হলো নারীর ফেতনা। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, "مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً هِيَ أَضَرُّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ." "আমার (ইন্তিকালের) পরে আমার উম্মতের পুরুষদের জন্য নারী অপেক্ষা বড় ফেতনার শঙ্কা আর কিছুতেই রেখে যাইনি" (আল-কুশায়রী ৪/২৭৪০/২০৯৭; আত-তিরমিযী ৫/২৭৮০/১০৩)। ইমাম তাউস (র.) আল্লাহ্‌র বাণী ﴿وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾ "মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে [সূরাতুন নিসা', ৪ : ২৮]"-এর ব্যাখায় বলেন, "পুরুষ যখন কোনো নারীকে দেখে, সে নিজেকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে" (ইবনুল জাওযী *যাম্মুল হাওয়া* ১/১৬৪; ইবনুল কায়্যিম *রাওদাতুল মুহিব্বীন* ১/২০৩)। ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন, "لَمْ يَكُنْ كُفْرُ مَنْ قَدْ مَضَى إِلا مِنْ قِبَلِ النِّسَاءِ وَهُوَ كَائِنٌ كُفْرُ مَنْ بَقِيَ مِنْ قِبَلِ النِّسَاءِ." "পূর্ববর্তী উম্মতের লোকেরা নারীর কারণেই কুফরে লিপ্ত হয়েছিলো। অনুরূপভাবে পরবর্তী প্রজন্মও নারীর কারণেই কুফরে লিপ্ত হবে" (ইবনুল জাওযী *যাম্মুল হাওয়া* ১/১৬৩; ইবনুল কায়্যিম *রাওদাতুল মুহিব্বীন* ১/৯৬)।

অশ্লীলতায় উন্মত্ত হয়ে পাপাচারে জড়ানোর জন্য বেশ কিছু মাধ্যম ও কারণ রয়েছে। তন্মধ্যে সর্বনিম্ন স্তর হলো, গান শ্রবণ করা। কারণ, গান হলো ব্যভিচারের মন্ত্র এবং অশ্লীলতার বড় উপলক্ষ। এ প্রসঙ্গে ইয়াজিদ ইবনুল ওয়ালীদ বলেন, "হে উমাইয়ার বংশধর, তোমরা গান শোনা থেকে বিরত থাকো। কারণ, তা লাজ-লজ্জা হ্রাস করে, কামবৃত্তি বৃদ্ধি করে এবং মনুষ্যত্ব বিনাশ করে। নিশ্চয়ই তা মদের স্থলাভিষিক্ত, নেশার মতো কাজ করে। যদি তোমাদের গান শুনতেই হয়, তবে নারীদেরকে এর থেকে দূরে সরিয়ে রাখো। কারণ, গান হলো ব্যভিচারের উপলক্ষ" (ইবনুল কায়্যিম *ইগাছাতুল লাহফান* ১/২৪৫-২৪৬)।

ইবনুল কায়্যিম (র.) বলেন, "এ কথা সর্বজনবিদিত যে, কোনো নারী কোনো পুরুষের অবাধ্য হলে, তখন বশে আনার জন্য সে তাকে গানের আওয়াজ শুনাতে চেষ্টা করে। এতে নারী তার পুরুষসঙ্গীর অনুবর্তী হয়ে পড়ে।" এটি এ কারণে যে, নারী আওয়াজের প্রতি খুব সংবেদনশীন ও দ্রুত প্রতিক্রিয়াশীল। আর সেই আওয়াজ যদি গানের হয় তখন তার এই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির নেপথ্যে দুটি কারণ কাজ করে, গানের আওয়াজ ও এর অন্তর্নিহিত অর্থ। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ 'হাদী' (গানের মাধ্যমে উট হাঁকিয়ে নিয়ে যায় যে চালক) আনজাশাকে বলেছিলেন, "يَا

"أَنْجَشَةُ رُوَيْدَكَ سَوْقًا بِالْقَوَارِيرِ." "হে আনজাশা, তোমার কাঁচপাত্র নিয়ে ধীরে চালাও" (আল-কুশায়রী ৪/১৮১১/২৩২৩)। এখানে 'কাঁচপাত্র' বলে রমণীদের বুঝানো হয়েছে (আল-কুশায়রী ৪/১৮১২/২৩২৩)।

আর যদি মন্ত্রতুল্য এই গানের সাথে দফ, বাঁশি, নাচ যুক্ত হয় তবে বলা চলে– আওয়াজের কারণে যদি নারী গর্ভবতী হতো, তাহলে সেই আওয়াজ হলো এই গানের আওয়াজ। আল্লাহ্‌র শপথ! এমন কত স্বাধীন নারী রয়েছে গানের প্রভাবে যে বেশ্যা হিসেবে পরিণত হয়েছে। আর এমন কত স্বাধীন পুরুষ রয়েছে যে গানের প্রভাবে শিশু অথবা কিশোরীর দাসে পর্যবসিত হয়েছে। এই গানের প্রভাবে কত আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি মানুষের নিকট ঘৃণার পাত্রে রূপান্তরিত হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। এমন অনেক সুস্থ-স্বাভাবিক ব্যক্তি রয়েছে, যার মাঝে গানের প্রভাবে বিভিন্ন প্রকারের রোগ বাসা বেঁধেছে (ইবনুল কায়্যিম *ইগাছাতুল লাহফান* ১/২৪৭)।

নারীপ্রীতি বা নারী-কেলেঙ্কারিতে জড়ানোর আরেকটি ধ্বংসাত্মক মাধ্যম হলো- হারাম দৃষ্টি। এমন শত শত ঘটনা রয়েছে, যেখানে একবার নজর পড়ে যায় বাজারে চলমান কোনো সুন্দরী রমণীর উপর কিংবা টিভি স্ক্রিন অথবা ম্যাগাজিনের কোনো আকর্ষণীয় চিত্রনায়িকার উপর, এরপর থেকে শুরু হয় যাবতীয় অশ্লীলতা-পঙ্কিলতা, জ্বালা-যন্ত্রণা এবং অনুশোচনা।

ইমাম আহমদ (র.) বলেন, "إِذَا خَافَ الْفِتْنَةَ لَا يَنْظُرُ كَمْ نَظْرَةٍ قَدْ أَلْقَتْ فِي قَلْبِ صَاحِبِهَا الْبَلَابِلَ." "যেখানে ফিতনার ভয় হয়, সেখান থেকে দৃষ্টি সংযত রাখা উচিৎ। কারণ, অনেক সময় দৃষ্টি ব্যক্তির অন্তরে নানান উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা সৃষ্টি করে" (ইবনুল জাওযী *যাম্মুল হাওয়া* ১/৯৩; ইবনুল কায়্যিম *রাওদাতুল মুহিব্বীন* ১/৯৫)।

ইবনুল জাওযী (র.) অসংযত দৃষ্টির ভয়াবহতার ব্যাপারে সতর্ক করে বলেন, "জেনে রাখা উচিৎ যে, দৃষ্টি হলো অন্তরের সংবাদদাতা। দৃষ্টিই তো দৃশ্যমান যাবতীয় বস্তুর সংবাদ অন্তরে নকল করে এবং সেগুলোর চিত্র অঙ্কন করে থাকে। এক পর্যায়ে সেগুলো মানুষের মনন ও চিন্তা-চেতনায় এমনভাবে ছেয়ে যায় যে, সে নিজের জন্য কল্যাণকর পারলৌকিক কোনো বিষয় নিয়ে আর ভাববার সুযোগ পায় না। সুতরাং অবাধ ও অসংযত দৃষ্টি যেহেতু অন্তরের যাবতীয় কুপ্রবৃত্তির মূল, বিধায় অশুভ পরিণতি থেকে রক্ষার নিমিত্তে শরী'আত দৃষ্টি সংযত ও অবনমিত রাখার নির্দেশ দিয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾ "আপনি মু'মিন পুরুষদের বলে দিন, তারা যাতে নিজেদের দৃষ্টি অবনমিত রাখে [সূরাতুন নূর, ২৪ : ৩০]।" ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ﴾ "আর আপনি মু'মিন নারীদের বলে দিন, তারা যাতে নিজেদের দৃষ্টি অবনমিত রাখে [সূরাতুন নূর, ২৪ : ৩১]।" অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এই গুরুত্বপূর্ণ বিধানের অন্তর্নিহিত কারণের প্রতি ইঙ্গিত করেন এবং এই বিধান লঙ্ঘনের ফলে অশুভ পরিণতির প্রতি সতর্ক করে বলেন, ﴿وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ﴾ "এবং তারা (মু'মিন পুরুষরা) যেন তাদের লজ্জাস্থানকে হেফাযত করে [সূরাতুন নূর, ২৪ : ৩০]।" ﴿وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ﴾ "এবং তারা (মু'মিন নারীরা) যেন তাদের লজ্জাস্থানকে হেফাযত করে [সূরাতুন নূর, ২৪ : ৩১]" (ইবনুল জাওযী *যাম্মুল হাওয়া* ১/৮২)।

শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়্যাহ্ (র.) হারাম দৃষ্টি সম্পর্কে উল্লেখ করেন কীভাবে হারাম দৃষ্টির ফলে মানুষ পাপ-পঙ্কিলতা ও অশ্লীলতার বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে পড়ে, এমনকি আল্লাহ্‌র সঙ্গে শিরক করতে পর্যন্ত দ্বিধাবোধ করে না। তিনি বলেন, "হারাম দৃষ্টি ও মেলামেশা যদি কদাচিৎ ঘটে থাকে, তবে তা ক্ষমাযোগ্য; এই শর্তে যে তা কবিরা (বড়) গুনাহের পর্যায়ে পৌঁছতে পারবে না। আর যদি হারাম দৃষ্টি ও মেলামেশা উপর্যুপরি সংঘটিত হয়, তখন তা

কবিরা (বড়) গুনাহে পর্যবসিত হয়। এসব কাজে নিরবচ্ছিন্ন ধারায় লিপ্ত থাকা অনেক সময় কম অশ্লীল কাজের তুলনায় অধিক গুরুতর বিবেচিত হয়। কারণ, প্রবৃত্তি তাড়িত হয়ে (নিষিদ্ধ বস্তুর দিকে) নিরবচ্ছিন্নভাবে চেয়ে থাকার ফলে যে প্রণয়-প্রীতি ও মেলামেশার সৃষ্টি হয় তার ভয়াবহতা অধিক গুরুতর এমন ব্যভিচারের তুলনায় যা ক্রমাগতভাবে সংঘটিত হয় না। এ কারণেই ফিকহ্শাস্ত্রবিদগণ বলেন, ন্যায়পরায়ণ সাক্ষী হলো, যে কবিরা গুনাহে লিপ্ত হয় না এবং ক্রমাগতভাবে ছগিরা (নগণ্য) গুনাহ করে না। অনেক সময় তো হারাম দৃষ্টি ও মেলামেশা আল্লাহ্‌র সঙ্গে শিরকের পর্যায়ে পর্যন্ত নিয়ে যায়। যেমন আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন, ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ﴾ “আর মানুষের মধ্যে এমনও আছে যারা আল্লাহ্ ছাড়া অন্যকে আল্লাহ্‌র সমকক্ষরূপে গ্রহণ করে, তারা তাদেরকে ভালোবাসে আল্লাহ্‌র ভালোবাসার মতোই [সূরাতুল বাকারাহ্, ২ : ১৬৫]।” এ কারণেই মানুষের অন্তরে আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান ও তার ভালোবাসার দিক দুর্বল হয়ে পড়লে তখন তদস্থলে কোনো প্রতিচ্ছবির প্রণয়-ভালোবাসা ঠাঁই করে নেয়। এক্ষেত্রে মিশরের আযীযের মুশরিক স্ত্রী এবং লূত (আ.)-এর মুশরিক সম্প্রদায়ের কাহিনী প্রণিধানযোগ্য।”

ইবনুল কায়্যিম (র.) বলেন, “আল্লাহ্ তা‘আলা চক্ষুকে অন্তরের আয়না হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। বান্দা যখন তার দৃষ্টি অবনমিত রাখে, তখন অন্তর স্বীয় কুপ্রবৃত্তি ও কাম-বাসনা দমিয়ে রাখতে সক্ষম হয়। পক্ষান্তরে বান্দা যখন তার দৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণে রাখে না, তখন অনুবর্তী অন্তর স্বীয় প্রবৃত্তিকে আর দমিয়ে রাখতে সক্ষম হয় না।” তিনি আরও বলেন, “কুদৃষ্টি অন্তরে দাগ কাটা মাত্রই বুদ্ধিমান ব্যক্তির তড়িৎ পদক্ষেপ হয়- এই কুদৃষ্টির উৎসকে অন্তর থেকে সমূলে উৎপাটনের উদ্যোগ গ্রহণ করা। তখন এই রোগের সহজে চিকিৎসা সম্ভব হয়। পক্ষান্তরে কেউ হারাম ছবির প্রতি যখন বারংবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, এর সৌন্দর্য নিয়ে পূর্বাপর গবেষণা চালায় এবং শূন্যহৃদয়ে এর বিচিত্র চিত্র অঙ্কনে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, তখন সেই ছবি তার হৃদয়ের গহীনে স্থান করে নেয়। ক্রমাগত দৃষ্টিপাত যেন সেই পানির মতো, যা গাছকে পানি সিঞ্চন করে। ফলে ভালোবাসার বৃক্ষ ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে অন্তরকে কলুষিত করে দেয় এবং শরী‘আতের যাবতীয় নির্দেশনাবলির চিন্তা-ফিকির থেকে উদাসীন করে রাখে। এক পর্যায়ে সেই ব্যক্তি যাবতীয় নিষিদ্ধ কাজ ও পাপ-পঙ্কিলতায় জড়াতে আর দ্বিধাবোধ করে না” (ইবনুল কায়্যিম *রাওদাতুল মুহিব্বীন* ১/৯২, ৯৪, ৯৫)।

যেসব কারণে মানুষ নারীপ্রীতির মতো ভয়াল থাবার শিকার হয়, তন্মধ্যে অন্যতম হলো, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা। এ ধরনের মেলামেশা অশ্লীলতা ও পাপ-পঙ্কিলতায় জড়ানোর সবচেয়ে ভয়ঙ্কর উপকরণ। ইবনুল কায়্যিম (র.) নারী-পুরুষের অবাধ বিচরণের ভয়াবহ ক্ষতি সম্পর্কে সতর্ক করতে গিয়ে বলেন, “এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার সুযোগ করে দেয়াই সকল বিপদ ও অকল্যাণের মূল উৎস। যেসব কারণে ব্যাপক মৃত্যু ও প্রাণবিনাশী মহামারী মানবজাতিকে গ্রাস করে, তন্মধ্যে এটি অন্যতম। মূসা (আ.)-এর সৈন্যদলের সাথে পতিতাদের মেলামেশার ফলে যখন অশ্লীলতার ব্যাপক ছড়াছড়ি দেখা দেয়, তখন আল্লাহ্ তাদের উপর এমন মহামারী প্রেরণ করে যার ফলে একদিনে সত্তর হাজার মানুষ মৃত্যুবরণ করে। তাফসীরগ্রন্থসমূহে এই ঘটনা বেশ প্রসিদ্ধ” (আল-কুরতুবী ৭/৩১৯; আস-সুয়ূতী ৩/৬১১; ইবন কাছীর ২/২৬৮-২৬৯)। সুতরাং ব্যাপক মৃত্যুর অন্যতম বড় কারণ হলো, ব্যভিচারের ছড়াছড়ি, যা পুরুষের সাথে নারীর অবাধ মেলামেশা ও পুরুষের সামনে নারীর সৌন্দর্য প্রদর্শনপূর্বক ঘুরে বেড়ানোর সুযোগ তৈরির কারণে সৃষ্টি হয় (ইবনুল কায়্যিম *আত-তুরুকুল হিকমিয়্যা* ২/২৭৪)।

এখানে যে বিষয়টি প্রণিধানযোগ্য তা হলো, মানুষ তখনই প্রবৃত্তির পেছনে লালায়িত হয়ে ছুটতে থাকে যখন তার তাওহীদ (আল্লাহ্‌র একত্ববাদের বিশ্বাস) দুর্বল হয়ে পড়ে। কারণ, অন্তরে তাওহীদ (আল্লাহ্‌র একত্ববাদের বিশ্বাস) ও ইখলাস (কোনো কর্ম পূর্ণ নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ্‌র জন্য করা) যেই পরিমাণ হ্রাস পাবে, তদস্থলে অশ্লীলতা ও প্রবৃত্তির আসক্তি ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকবে (ইবনুল কায়্যিম *আল-ফাওয়া'ইদ* ১/৮১)। শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়্যাহ্ (র.) বলেন, এর (প্রেমাসক্তি ও প্রবৃত্তিপূজা) শিকার তারাই হয় যারা আল্লাহ্‌র ইখলাস থেকে উদাসীন থাকে এবং যারা এক প্রকার শিরকের বেড়াজালে আবদ্ধ। আল্লাহ্‌র মুখলিস (নিষ্ঠাবান) বান্দারা এই ধরণের ভয়াল রোগ থেকে মুক্ত থাকে। তাই তো আল্লাহ্ তা'আলা ইউসুফ (আ.)-এর ব্যাপারে বলেন, ﴿كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ﴾ "এভাবেই (রবের নিদর্শন দেখতে পেয়ে নারীর প্রতি ইউসুফ (আ.) আসক্ত হননি), যাতে আমরা তার থেকে মন্দকাজ ও অশ্লীলতা দূর করে দেই। তিনি তো ছিলেন আমার মুখলিস ও বিশুদ্ধচিত্ত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত [সূরাতু ইউসুফ, ১২ : ২৪]।" আযীযের স্ত্রী মুশরিকা ছিলো বিধায় সে বিবাহিতা হওয়া সত্ত্বেও কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়েছিলো। পক্ষান্তরে ইউসুফ (আ.)-এর কুমারিত্ব, আযীযের স্ত্রীর অনবরত কুপ্ররোচনা ও তা বাস্তবায়নে অন্যান্য নারীর সাহায্যগ্রহণ, ইউসুফ (আ.)-এর চারিত্রিক সংযমের ফলে আযীযের স্ত্রী কর্তৃক তাঁকে কারাদণ্ডের মাধ্যমে সাজা প্রদান– এসব প্রতিকূল পরিস্থিতি একত্রিত হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্ ইউসুফ (আ.)-কে তাঁর ইখলাসের বদৌলতে নারীকেলেঙ্কারি থেকে রক্ষা করেছেন। এই যেন আল্লাহ্‌র নিম্নোক্ত বাণীর বাস্তবচিত্র, ﴿قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ﴾ "সে (শয়তান) বললো, আপনার ক্ষমতা-সম্মানের শপথ! অবশ্যই আমি তাদের সবাইকে পথভ্রষ্ট করবো। তবে তাদের মধ্যে আপনার একনিষ্ঠ বান্দারা ব্যতীত [সূরাতু সোয়াদ, ৩৮ : ৮২-৮৩]।" অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ﴾ "বিভ্রান্তদের /প্রবৃত্তিপূজারিদের মধ্যে যে তোমার অনুসরণ করবে, সে ছাড়া আমার বান্দাদের উপর তোমার কোনই ক্ষমতা থাকবে না [সূরাতুল হিজর, ১৫ : ৪২]।" আর الْغَي আল-গাই হলো, প্রবৃত্তির অনুসরণ (ইবন তায়মিয়্যাহ্ *মাজমূ'উল ফাতাওয়া* ১৫/৪২১)।

অনিয়ন্ত্রিত নারীলিপ্সার ফলে ইহকালীন ও পরকালীন বিভিন্ন শাস্তি ও দুর্যোগের সম্মুখীন হতে হয়। ইবনুল জাওযী (র.) বিভিন্ন প্রকার শাস্তির প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন, "জ্ঞাতব্য যে, শাস্তি বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে, কখনো শাস্তি দ্রুত সংঘটিত হয়ে যায় আবার কখনো সংঘটিত হয় বিলম্বে, কখনো এর প্রভাব দৃশ্যমান হয় আবার কখনো তা অদৃশ্যমান থেকে যায়। সবচেয়ে বিস্ময়কর শাস্তি হলো যা শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি অনুভব করতে পারে না। সবচেয়ে কঠিন শাস্তি হলো ঈমান ও আল্লাহ্‌র মা'রিফাত (পরিচয় লাভ) থেকে বঞ্চিত হওয়া। এর পরবর্তী স্তর হলো- অন্তর মরে যাওয়া, মুনাজাতের স্বাদ অন্তর থেকে মুছে যাওয়া, পাপের আসক্তি প্রবল হওয়া, কুরআন ভুলে যাওয়া, ইস্তিগফার (আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা)-এর ব্যাপারে অবহেলা করা ইত্যাদি শাস্তি যার ফলে দ্বীনের ক্ষতিসাধন হয়। অনেক সময় শাস্তি অন্তরের গহীনে অন্ধকারের মতো ধীরে ধীরে ছেয়ে যায়, এক পর্যায়ে অন্তর্জগৎ এমন অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায় যে, অন্তর্দৃষ্টি লোপ পেয়ে যায়। সবচেয়ে হালকা শাস্তি হলো দুনিয়াতেই শারীরিক শাস্তির সম্মুখীন হওয়া। অনেক সময় কুদৃষ্টির শাস্তি হিসেবে দৃষ্টিশক্তি লোপ পায়। সুতরাং কারো যদি মনে হয় যে- তার দ্বারা কোনো শাস্তিযোগ্য অপরাধ সংঘটিত হয়েছে, তাহলে তার উচিৎ হবে শাস্তির সম্মুখীন হবার পূর্বেই বিশুদ্ধ তাওবা করা। হতে পারে তার এমন তাওবার ফলে তার জন্য পূর্বনির্ধারিত শাস্তি রহিত হয়ে যাবে" (ইবনুল জাওযী *যাম্মুল হাওয়া* ১/২১০)।

শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়্যাহ্ (র.) কাম-বাসনার ভয়াবহ পরিণতির বিষয়ে আলাপ করতে গিয়ে বলেন, "যে কারও হৃদয় অবৈধ কোন ছবিতে সুকঠিনভাবে মজে থাকে; চাই সে ছবি হোক কোন সুন্দরী রমণীর কিংবা সুদর্শন

কোনো বালকের, এটি এক পীড়াদায়ক সাজা, যার সমতুল্য কোনো সাজা হতেই পারে না। এই প্রকারের লোকেরা সাধারণত অত্যধিক যাতনায় ক্লিষ্ট আর অনধিক সওয়াবে পুষ্ট। কারণ, কারও হৃদয় যদি কোনো নিষিদ্ধ ছবির প্রতি ছায়ার মতো আটকে থাকে, ওই হৃদয় ছবির প্রতি তীব্র মোহাবিষ্ট হয়ে পড়ে। এর জেরে তার হালখাতায় কত যে পাপ, গুনাহ্ আর নোংরামি লিপিবদ্ধ করা হয়, তা আল্লাহ্ ভিন্ন কারও জানার সাধ্য নেই। এ ধরণের অপরাধের সবচেয়ে কঠোর শাস্তি হলো, অন্তর আল্লাহ্ তা'আলার স্মরণ হতে গাফিল ও বিরাগী হয়ে যায়। পক্ষান্তরে অন্তরে আল্লাহ্র ইবাদাত ও ইখলাসের স্বাদ গেঁড়ে বসলে, তা কখনও ইবাদাতের চেয়ে অতি উত্তম, রুচিকর ও স্বাদময় কোনো কিছুকে খোঁজে পায় না" (ইবন তায়মিয়্যাহ্ *মাজমূ'উল ফাতাওয়া* ১০/১৮৬-১৮৭)। তিনি আরও বলেন, "নিশ্চয়ই অশ্লীলতার প্রতি মোহময়তা একটি আত্মিক ব্যাধি। লূত সম্প্রদায়ের চিত্র তুলে ধরে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, ﴿إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ "নিশ্চয়ই তারা তাদের মত্ততায় বিমূঢ় হয়েছে [সূরাতুল হিজর, ১৫ : ৭২]।" আবূ হুরায়রা (রা.)-বর্ণিত হাদীছে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيبُهُ مِنَ الزِّنَا، مُدْرِكٌ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ، فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ، وَالْأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الِاسْتِمَاعُ، وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلَامُ، وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ، وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطَا، وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ". "আদম সন্তানের উপর ব্যভিচারের যে অংশ লিখিত রয়েছে তা অবশ্যই সে প্রাপ্ত হবে। নিঃসন্দেহে দু'চোখের ব্যভিচার হলো তাকানো, দু'কানের ব্যভিচার হলো শোনা, জিহ্বার ব্যভিচার হলো কথোপকথন করা, হাতের ব্যভিচার হলো শক্ত করে ধরা, পায়ের ব্যভিচার হলো হেঁটে যাওয়া, হৃদয়ের ব্যভিচার হচ্ছে কামনা-বাসনা করা। আর লজ্জাস্থান তা সত্যায়িত করে বা মিথ্যা সাব্যস্ত করে" (আল-কুশায়রী ৪/২০৪৭/২৬৫৭; আল-বুখারী ৫/২৩০৪/৫৮৮৯)।

হাদীছে আলোচ্য যিনার প্রকারভেদ হতে কেউ দর্শন, শ্রবণ আর কথোপকথনে লিপ্ত হয়। কেউবা আবার একমাত্র এগিয়ে স্পর্শ ও মেলামেশায় জড়িয়ে যায়। আবার কেউ কেউ দর্শন ও চুম্বনের পথে পা বাড়ায়। এর সবগুলোই হারাম ও নিষিদ্ধ। যেখানে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে ব্যভিচারীদের প্রতি ন্যূনতম সহানুভূতি দেখাতে বারণ করেছেন এবং তাদের উপর 'হদ' (ইসলামের নির্ধারিত শাস্তি) কায়েম করার নির্দেশ দিয়েছেন, সেখানে হদের তুলনায় লঘু শাস্তি যেমন- সঙ্গ ত্যাগ, শাস্তি, নিষেধ তিরস্কার ইত্যাদির ব্যাপারে আমাদের অবস্থান কেমন হওয়া উচিত? ফাসিক (পাপিষ্ঠ) লোকদের প্রতি আমাদের বিদ্বেষ লালন করা এবং হাদীছে উল্লিখিত ব্যভিচারের যে প্রকারেই সে জড়িত থাকুক না কেন, তাকে সর্বান্তকরণে ঘৃণা করা উচিত" (ইবন তায়মিয়্যাহ্ *মাজমূ'উল ফাতাওয়া* ১০/১৮৮-১৮৯)

ব্যভিচারের ক্ষতি ও ধ্বংসযজ্ঞতা বিষয়ে ইবনুল কায়্যিম (র.) একাধিক স্থানে আলোকপাত করেছেন। তিনি বলেছেন, "যিনা বা ব্যভিচার সমুদয় অকল্যাণ বয়ে আনার পাশাপাশি ধার্মিকতা বিসর্জন, ইসলামী বোধ-বিশ্বাসে ঘাটতি, মানবিকতার সংকট এবং আত্মমর্যাদাবোধের বিপর্যয়কে তরান্বিত করে। ফলে ব্যভিচারী কাউকে আপনি ধর্মভীরু, প্রতিশ্রুতি রক্ষণশীল, সত্যবাদী, বন্ধুত্বের মূল্যায়ণকারী এবং নিজ পরিবারের প্রতি আন্তরিক আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন দেখতে পাবেন না (ইবনুল কায়্যিম *রাওদাতুল মুহিব্বীন* ১/৩৬০-৩৬২)।

তিন: ব্যভিচারের অবশ্যম্ভাবী ক্ষতিকর প্রতিফল

ব্যভিচারী ব্যক্তি নিজ পরিবার-পরিজন ও সৃষ্টির সম্মান ভূলুণ্ঠিত করার মাধ্যমে আপন প্রতিপালককে ক্রোধান্বিত করে তোলে। তার চেহারা ও মুখাবয়বে কালিমা, মায়াহীনতা, মলিনতা, দুশ্চিন্তা ও বিষাদের রেখা স্পষ্ট পরিদৃষ্ট হয়। অন্তরে মরিচা পড়ে এবং এর উজ্জ্বলতা বিলীন হয়ে যায়। সমাজের চোখে ব্যভিচারীর ইজ্জত-সম্মান খোয়া যায়। প্রতিপালকের কাছেও সে লাঞ্ছিত থাকে এবং বান্দার চোখেও সে মানহীন অশ্রদ্ধার পাত্র হয়। তার সুন্দর ও মধুর

নামগুলো ছিনিয়ে নেয়া হয় এবং তাকে কদাকার ও কুৎসিত নানা অভিধায় অভিষিক্ত করা হয়। তার অন্তরাত্মা সংকুচিত হয়ে যায় এবং নানা বিষণ্নতায় ভুগতে থাকে। কারণ, ব্যভিচারদুষ্টরা তাদের মনের আশা পূরণে সফল হয় না। কারণ, যারা আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক নিষিদ্ধ পন্থায় জীবনোপভোগ করতে চায়, আল্লাহ্ তাদেরকে তাদের অভিলাষ বিরোধী বস্তুর মাধ্যমে শায়েস্তা করে থাকেন। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলার কাছে সুন্দর ও উত্তম বদলা পেতে চাইলে তাঁর আনুগত্যের পথে এগোতে হবে। অন্যায়-অন্যায্য পাপ-পঙ্কিল পথে আল্লাহ্ তা'আলা কস্মিনকালেও কল্যাণ দেন না" (প্রাগুক্ত)।

অন্যত্র ইবনুল কায়্যিম (র.) বলেন, "জেনে রাখো, কৃতকর্ম অনুপাতে প্রতিদান নিরূপিত হয়। হারাম বস্তুর সাথে সংশ্লিষ্ট হৃদয় যখনই তা থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করে, তা তাকে আষ্টেপৃষ্টে রাখে। তার বেরিয়ে আসার পথে অন্তরায় হয়ে পথ আটকে দেয়। আখিরাতেও তাকে এমন পরিণতি বরণ করতে হবে। সামুরা ইবনু জুনদাব (রা.)-বর্ণিত হাদীছে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, "গতরাতে আমি দেখলাম, দু'জন লোক এসে আমার দুহাত ধরে আমাকে নিয়ে চললো। আমরা অগ্রসর হয়ে তন্দুরের ন্যায় এক গর্তের নিকট উপস্থিত হলাম। গর্তের উপরিভাগ ছিল সংকীর্ণ ও নীচের অংশ প্রশস্ত এবং এর তলদেশ হতে আগুন জ্বলছিল। আগুন গর্তের মুখের নিকটবর্তী হলে সেখানের লোকগুলোও উপরে চলে আসে যেন তারা গর্ত হতে বের হয়ে যাবে। আগুন ক্ষীণ হয়ে গেলে তারাও (তলদেশে) ফিরে যায়। গর্তের মধ্যে বহুসংখ্যক উলঙ্গ নারী-পুরুষ ছিলো। জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা? তাঁরা বললেন, তারা ব্যভিচারী" (আল-বুখারী ৫/২৩০৪/৫৮৮৯)। এই হাদীছ থেকে আনুমেয় হয়ে যে, পার্থিব জগতে ব্যভিচারদুষ্টদের অন্তরের ছবি কী দুর্বিষহ হতে পারে! যখনই তারা কুপ্রবৃত্তির প্রজ্বলিত উনুন ছেড়ে তাওবা ও প্রত্যাবর্তনের উন্মুক্ত আকাশে প্রত্যাগমন করার মনস্থির করে, তখনই তারা আবার পিছুটান দেয়; ফের ফিরে যায় অন্ধকারের চোরাগলিতে" (ইবনুল কায়্যিম *রাওদাতুল মুহিব্বীন* ১/৪৪২)। অপর স্থানে তিনি বলেন, "বুদ্ধিমান ব্যক্তির জেনে রাখা উচিত, এক পর্যায়ে উপনীত হয়ে কাম-বাসনা ও কুপ্রবৃত্তি পূজারীরা তাতে আর স্বাদ, মোহ ও আনন্দ খোঁজে পায় না। তা সত্ত্বেও তারা সে পথ হতে ফিরে আসতে পারে না। কারণ, কাম-বাসনা চরিতার্থ করায় সে পথ যেন তাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হয়েছে। এ কারণে কদাচিত মদ্যপায়ী ও দৈবাৎ ব্যভিচারী যে আনন্দ আর স্বাদ অনুভব করে থাকে; নেশাগ্রস্ত মদখোর ও নিয়ত ব্যভিচারী তার এক দশমাংশ স্বাদও উপভোগ করতে পারে না" (প্রাগুক্ত ১/৪৭০)।

পতিতাবৃত্তি বা ব্যভিচারের ক্ষতির বিবরণ তুলে ধরে শায়খ মুহাম্মদ আল-খিদ্‌র হুসায়ন (র.) বলেন, "ব্যভিচারের অকল্যাণ সর্বগ্রাসী এবং অমঙ্গল অতলস্পর্শী।" তিনি বলেন, "যিনা-ব্যভিচার ইজ্জত-সম্মান ক্ষুণ্ন করে, আত্মমর্যাদায় কালিমা লেপন করে, নিরাপত্তার নির্মলতাকে কলুষিত করে, ঐক্যের ভিতে ছিড় ধরায়, দেহ ও অন্তরে নানাবিধ মরণব্যাধির পট তৈরি করে দেয়। যে গোষ্ঠী আখলাক-বর্জিত, যাদের ইজ্জত-আব্রু কলঙ্কিত, নিরাপত্তা বিঘ্নিত এবং যে দলের রন্ধ্রে রন্ধ্রে মন্দের বসবাস, যাদের পুরো দেহজুড়েই দূরারোগ্য ব্যাধিতে আঁটোসাঁটো; তাদের বেঁচে থাকার মাঝে কী সার্থকতা আছে! (হুসায়ন ১/২৩)।

চার: নারীর প্রতি অযাচিত কামাকর্ষণের প্রতিকার

কাম-বাসনা বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা উত্তর আমরা এর প্রতিকার ও চিকিৎসা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনা করবো। আবুল ফারজ ইবনুল জাওযী (র.) '*যাম্মুল হাওয়া* বা কুপ্রবৃত্তির নিন্দা' গ্রন্থে এবং ইবনুল কায়্যিম (র.) '*রাওদাতুল মুহিব্বিন* বা প্রেমিকদের বাগিচা' গ্রন্থে দুষ্ট প্রবৃত্তির প্রতিকার বিষয়ে সবিস্তার আলোকপাত করেছেন। এর বিবরণে অনুপুঙ্খ আলোচনা রেখেছেন। ইবনুল জাওযী (র.) কাম-প্রবৃত্তির প্রতিটি পর্যায় ও স্তরের চিকিৎসা বাতলে দিয়েছেন। অবৈধ

দৃষ্টি, একান্তে পরনারীর সঙ্গে মিলিত হওয়া ইত্যাদি প্রবৃত্তি রোগের স্বতন্ত্র পথ্য তিনি বলে দিয়েছেন। পক্ষান্তরে ইবনুল কায়্যিম (র.) কামনা-বাসনা ও নারীলালসা থেকে রেহাই পাবার জন্য সামগ্রিকভাবে পঞ্চাশটি উপায় তুলে ধরেছেন।

আবুল ফারজ ইবনুল জাওযী (র.) কুপ্রবৃত্তি হতে মুক্তির চিকিৎসাস্বরূপ যে উপায়গুলো উল্লেখ করেছেন, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সম্পর্কে তিনি বলেন, "মনে রেখো, 'ইশক' বা অবৈধ প্রেমরোগের স্তরভেদ রয়েছে। তাই এর চিকিৎসাও ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। যার অন্তরে কেবল রোগের সূত্রপাত হয়েছে এবং যার অন্তর রোগ সীমান্তচূড়ায় উপনীত হয়েছে; দু'জনের চিকিৎসা সমপর্যায়ের নয়। এই ধরণের রোগীদের মধ্যে যারা এখনো সীমানা পার করেনি, কেবল তাদেরই চিকিৎসা সম্ভব। কারণ, যারা প্রেমরোগের গহীনে পৌঁছে যায়, তারা হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে মাতলামির স্তরে পদার্পণ করে। ফলে চিকিৎসা কার্যত তাদের মধ্যে কোনো পরিবর্তন সাধন করতে পারে না (ইবনুল জাওযী *যাম্মুল হাওয়া* ১/৫৮৩)।

ইবনুল জাওযী আরও বলেন, "পৌনঃপুনিক দর্শনের জেরে প্রেমিকার ছবি হৃদয় মাঝারে খোদাইকৃত বস্তুর ন্যায় স্থান গেঁড়ে বসে। এর আলামত হলো, প্রেমিকের হৃদয় প্রেমিকার ভালবাসায় অহর্নিশ তক্কেতক্কে থাকে। তার অন্তরে সর্বদা প্রেমিকার উপস্থিতি বিরাজমান থাকে। শয়নে-স্বপনে সে প্রেমাস্পদের সাথে চলাফেরা করে। শয়নকালে সে যেন প্রেমিকাকে আলিঙ্গন করে আছে। নির্জনে-নিঃসঙ্গে সে তার সঙ্গে প্রেমের আলাপ করে। বলাবাহুল্য, কল্পনার এহেন জগতে মত্ত হয়ে থাকার মূল কারণ প্রেমিকাকে ঘনিষ্টভাবে পাবার ব্যাগ্র আকাঙ্ক্ষার মাঝেই নিহিত। আর প্রলয়ঙ্কর রোগ হিসেবে এই ব্যাগ্র আকাঙ্ক্ষাই যথেষ্ট। কারণ, অর্জনযোগ্য লোভনীয় বস্তুর ক্ষেত্রেই অধিকাংশ পাপাচারিতা সম্পাদিত হয়। তাই তো, একজন সাধারণ মানুষ বাদশার ঘরণীকে দেখে তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়লেও তাকে অন্তরের মণিকোঠায় স্থান দিতে পারে না। কারণ, তার জানা আছে সে রাণীর মতো এমন একজন উচ্চস্তরের মহিলাকে কখনো আপন করে পাবে না। আর কেউ যখন কোন বিষয়ে প্রবলভাবে লালসার শিকার হয়, ওই লালসা তাকে জিনিসটি নাগালে পেতে কঠিনভাবে তাড়িত করতে থাকে। কাঙ্ক্ষিত জিনিসটি নাগালে না পেলে সে তীব্র দহন-জ্বালায় ভোগে। এই রোগের চিকিৎসা হলো, প্রেমাস্পদ হতে দূরে থাকার সুদৃঢ় সঙ্কল্প করা, তার প্রতি দৃষ্টিপাত হতে চূড়ান্তভাবে সরে আসা, তার প্রতি লালসা ত্যাগ করা এবং তাকে না পাওয়ার হতাশাকে অন্তরের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া" (প্রাগুক্ত ১/৫৮৭-৫৮৮)। তিনি আরও বলেছেন,"অন্তরের ফলপ্রসূ চিকিৎসা করা যায় শুধুমাত্র সামান্য চিন্তার মাধ্যমে। একটু ভিন্ন চিন্তার মাধ্যমে আপনি দেখতে পাবেন আপনার অন্তরে প্রেমিক/ প্রেমিকার প্রতি পূর্ব সেই মোহ আর নেই। আর সেটা হলো, আপনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রেমাস্পদের ত্রুটিগুলো নিয়ে ভাবুন। আশিক মাশুককে কেবল পূর্ণতার চোখে দেখে। তার দোষত্রুটি তার নজরে পড়ে না। আর নিয়ন্ত্রিত মধ্যপন্থা অবলম্বন ব্যতিরেকে বাস্তবতার খোলস অবমুক্ত করা যায় না। প্রবৃত্তির বলয় অন্যায় দাপট খাটায়, সকল দোষত্রুটিকে আড়াল করে দেয়। ফলে বিকৃত প্রেমিক প্রেমাস্পদের মাঝে শুধু গুণই দেখে" (প্রাগুক্ত ১/১৫, ৬৫৩)। এ কারণে ইবনু মাস'ঊদ (রা.) বলেছেন, ".إِذَا أَعْجَبَتْ أَحَدَكُمُ امْرَأَةٌ فَلْيَذْكُرْ مَنَاتِنَهَا" "তোমাদের কারও কোনো নারীর প্রতি লালসা জেগে উঠলে, তোমরা তার মন্দ দিকগুলো স্মরণ করবে" (প্রাগুক্ত ১/ ৬৫৩)।

ইবনুল কায়্যিম (র.) কাম-বাসনার দুষ্ট ফাঁদ হতে আত্মরক্ষার উপায় হিসেবে যে উপায়গুলো বলেছেন, তন্মধ্যে নির্বাচিত কয়েকটি আমরা উল্লেখ করছি। তিনি বলেন, কুপ্রবৃত্তি থেকে রেহাই পেতে হলে প্রথমে চিন্তা করতে হবে যে, মানবজাতিকে কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার লক্ষ্যে সৃষ্টি করা হয়নি। তাকে এক মহান লক্ষ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে, প্রবৃত্তির অবাধ্যতা বৈ তা অর্জন করা সম্ভব নয়। "তুমি সৃজিত হয়েছো এমন এক মহৎ লক্ষ্যে, যার মাহাত্ম্য তুমি

যদি বুঝতে?! সুতরাং, উপেক্ষাকে জয় করতে নিজের মনোভাব উচ্চ করার সাধনা করো” (ইবনুল কায়্যিম *রাওদাতুল মুহিব্বীন* ১/৪৭২)।

দুষ্ট প্রবৃত্তির অনুসরণ করা মানে লাঞ্ছনার পথে পা বাড়িয়ে নিজেকে অবমূল্যায়ণ করা। কারণ, যে কেউ প্রবৃত্তির অনুগত হয়ে চলে, সে নিজের অন্তরে হীনতা, দীনতা ও অপদস্থতা ঠাহর করতে পারে। তাই প্রবৃত্তি পূজারীদের অপক্ষমতা ও অহম্বোধ দেখে কেউ যেন প্রতারিত না হয়। বস্তুত তারা ভেতরগতভাবে বড়ই দুর্বল ও ভঙ্গুর। দুটি মন্দ স্বভাব অহমিকা ও নীচতা তাদের চরিত্রের সাথে একীভূত হয়ে থাকে (প্রাগুক্ত ১/৪৭৩)।

মনে রাখতে হবে, প্রবৃত্তি বা লালসার অসৎ ছায়া যেখানে পড়েছে, সেটিকেই ধ্বংস করে দেয়। ইলমের মধ্যে এর থাবা পড়লে ইলম হয়ে যায় বিদ‘আত ও ভ্রষ্টতার মিলনস্থল এবং ইলমের অধিকারী বা আলিম বনে যান প্রবৃত্তি পূজারক। যুহদ বা আধ্যাত্মিকতায় এর ছোঁয়া লাগলে, আধ্যাত্মিক ব্যক্তি হয়ে যান কপটচারি ও সুন্নাহ্ বিরোধী। বিচার ব্যবস্থায় এর নখর বসলে, বিচারকগোষ্ঠী বনে যান জালিম ও সত্যবর্জিত। শাসন ব্যবস্থায় এর ছাপ পড়লে, শাসকবর্গ হয়ে ওঠেন স্বেচ্ছাচারী। তাই যাকে ইচ্ছা পদায়ন করে এবং যাকে ইচ্ছা অপসারণ করে (প্রাগুক্ত ১/৪৭৪)।

কাম-বাসনার সাথে লড়াই করা কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার তুলনায় মহৎ না হলেও কেনো অংশে কম নয়। একলোক হাসান বাসরি (র.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, আবূ সাঈদ! কোন জিহাদ সর্বোত্তম? তিনি বললেন, তোমার প্রবৃত্তির বিপক্ষে তোমার জিহাদ হলো সর্বোত্তম। আমি আমাদের শায়খ ইবনু তায়মিয়্যাহ্ (র.)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, “অন্তরের সাথে জিহাদ কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদের মূল উপাদেয়। কারণ, নিজ আত্মা ও প্রবৃত্তির সাথে লড়াই করা ছাড়া কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদে রওয়ানা করা সহজ নয়” (প্রাগুক্ত ১/৪৭৮; ইবন তায়মিয়্যাহ্ *আল-মুস্তাদরাক আলা মাজমূ‘ই ফাতাওয়া* ৩/২১৩)।

সুতরাং লালসা ও কাম-বাসনার দুষ্টচক্রের জালে আটকানো ব্যক্তির উচিত, দৃঢ় সংকল্প, ধৈর্য-স্থৈর্য, উচ্চ মনোবল, সৎ ও নৈকট্যের কাজে মশগুল হওয়া, অসৎ ও গর্হিত কাজ হতে দূরে থাকা, আল্লাহ্‌তে নিবেদিত হওয়ার প্রয়াস চালানো, কুপ্রবৃত্তি থেকে নফসকে বাঁচিয়ে রাখা, মনোকামনা ও ভাবাবেগের সংশোধন করা, পূণ্যবানদের সাহচর্য লাভ করা এবং প্রতিনিয়ত আল্লাহ্‌র কাছে করজোড়ে অনুনয়-মিনতি করার মাধ্যমে কুপ্রবৃত্তির কবল হতে দ্রুত নিষ্কৃতি ও বাঁচার উপায় অবলম্বন করা।

পাঁচ: সম্পদের লালসা

অনেক মানুষের অন্তরে সম্পদ ও বৈষয়িক সম্পত্তির লালসা প্রচণ্ডভাবে জেঁকে বসেছে। ফলে মাল-দৌলতের নেশায় তারা বুঁদ হয়ে গেছে। দিনার, দিরহাম তথা টাকা-পয়সা তাদেরকে হাতের ক্রীড়নক বানিয়ে রেখেছে। পার্থিব সম্পদ-ঐশ্বর্যই তাদের দৈনন্দিন আলাপের বিষয়বস্তু, ঝোঁকের কেন্দ্ররেখা ও গুরুত্বের সবটুকু জায়গা দখল করে নিয়েছে। ফলে তারা কারও প্রতি ভালোবাসা দেখালে, সেখানে অর্থের লোভ অন্তর্নিহিত থাকে। কারও প্রতি রাগ-ক্ষোভ প্রদর্শন করলে সেটাও বিত্ত ঘটিত কারণে হয়ে থাকে। যতোক্ষণ পার্থিব স্বার্থ হাসিল করা যায়, ততোক্ষণ পাশে থাকে। আর যখন স্বার্থ হাসিলের পালা ফুরিয়ে যায়, তখন তারা ক্রোধান্বিত ও রাগান্বিত হয়ে পড়ে। অথচ আল্লাহ্ তা‘আলা পবিত্র কুরআনের একাধিক জায়গায় দুনিয়া ও বৈষয়িক জগতের নিন্দা প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, ﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾ “আর দুনিয়ার জীবনটা তো ধোকার সামগ্রী ছাড়া আর কিছুই নয় [সূরাতুল হাদীদ, ৫৭ : ২০]।” অন্যত্র তিনি বলেন, ﴿اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ

﴿وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ﴾ "তোমরা জেনে রাখো যে, দুনিয়ার জীবন ক্রীড়া-কৌতুক, শোভা-সৌন্দর্য, তোমাদের পারস্পরিক গর্ব-অহঙ্কার এবং ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে আধিক্যের প্রতিযোগিতা মাত্র [সূরাতুল হাদীদ, ৫৭ : ২০]।"

পার্থিব জগতের নিন্দা ও পরকালমুখিতার গুণগান জ্ঞাপন করে অসংখ্য হাদীছ রয়েছে। তন্মধ্যে একটি হলো, আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণিত হাদীছে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, "إِنِّي مِمَّا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِي، مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا." "আমি আমার পর তোমাদের জন্য সবচেয়ে বেশি যে ব্যাপারে ভয় করি তাহলো দুনিয়ার চাকচিক্য ও এর সৌন্দর্য, যা তোমাদের উপর উন্মুক্ত করে দেয়া হবে" (আল-বুখারী ২/৫৩২/১৩৯৫; আল-কুশায়রী ২/৭২৭/১০৫২)।

আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীছে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, "تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ، وَعَبْدُ الدِّرْهَمِ، وَعَبْدُ الخَمِيصَةِ، إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ." "ধ্বংস হোক দীনার ও দিরহামের গোলাম এবং উত্তম পোশাকের গোলাম। যদি তাকে দেয়া হয় তবে সন্তুষ্ট হয়, আর না দেয়া হলে অসন্তুষ্ট হয়" (আল-বুখারী ৩/১০৫৭/২৭৩০)।

কা'ব ইবনু ইয়াদ (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীছে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةً وَفِتْنَةُ أُمَّتِي المَالُ" "প্রত্যেক উম্মতের জন্য কোনো না কোনো ফিত্না রয়েছে। আর আমার উম্মাতের ফিত্না হলো ধন-সম্পদ" (আত-তিরমিযী ৪/৫৬৯/২৩৩৬)।

কা'ব ইবনু মালিক আল-আনসারী (রা.) বর্ণিত হাদীছে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ أُرْسِلَا فِي غَنَمٍ بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ المَرْءِ عَلَى المَالِ وَالشَّرَفِ لِدِينِهِ". "দুটি ক্ষুধার্ত নেকড়ে বাঘকে ছাগলের পালে ছেড়ে দিলে ততটুকু ক্ষতিসাধন করে না, যতটুকু কোন ব্যাক্তির ধন-সম্পদের মোহ ও মর্যাদার লালসা তার দ্বীনের ক্ষতি করে থাকে" (আত-তিরমিযী ৪/৫৮৮/২৩৭৬)।

হাসান বাসরী (র.) বলেন, "তোমরা ইহজাগতিক ঝুটঝামেলা থেকে বেঁচে থাকো। কারণ, পার্থিব জগত অতিমাত্রায় ঝুটঝামেলার অভয়ারণ্য। কোনো মানুষ নিজের জন্য পার্থিব ব্যস্ততার কোনো একটি দ্বার উন্মুক্ত করে নিলে, ওই দ্বার দিয়েই আরও দশটি ব্যস্ততা এসে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে নেয়" (আল-মারওয়াযী ১/১৮৯-১৯০)।

তিনি আরও বলতেন, "তোমরা দুনিয়াকে তাচ্ছিল্যভরে দেখো। আল্লাহ্‌র শপথ! দুনিয়াকে যদি তুমি তুচ্ছাকারে গ্রহণ করো, তবে তুমি দুনিয়াতে থেকে অপার্থিব সুখ অনুভব করবে" (আয-যাহাবী ৪/৫৭৯)। হাসান বাসরী (র.) শপথ করে বলতেন, "ধন-দৌলতে লোলুপ ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তা'আলা অপদস্থ করে থাকেন" (প্রাগুক্ত ৪/৫৭৬; আশ-শায়বানী *আয-যুহদু* ১/২৭০)।

পার্থিব জগতের প্রতি মোহহীনতা এবং আখিরাতের প্রতি মোহাচ্ছন্নতা বিষয়ে ইবনুল কায়্যিম (র.)-এর অনেকগুলো অমূল্য উক্তি রয়েছে। আমরা এখানে দুয়েকটি উল্লেখ করছি। তিনি বলেন, ইহকালের প্রতি নিরাসক্তি ব্যতিরেকে পরকালের প্রতি আসক্তি জন্ম নেয় না। আর দুনিয়ার নিরাসক্তি তৈরি করতে হলে দুটি দৃষ্টিভঙ্গি অবশ্যই ধারণ

করতে হবে। **প্রথমত** দুনিয়ার প্রতি তাকাতে হবে এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যে, তা অতিসত্বর বিলীন হয়ে যাবে এবং তার শান-শওকত ও চাকচিক্য সমূলে বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

হন্যে হয়ে এর পেছনে ছুটে চলার যন্ত্রণা ও পেরেশানি অন্তহীন। দুনিয়ার প্রতি লালায়িত হয়ে এর পেছনে নিরন্তর দৌড়ানোর পরে একসময় শ্বাসরুদ্ধকর ও কণ্ঠরোধকারী অবস্থায় পড়তে হয়। পার্থিব সুখের সন্ধানে ঘুরেফিরে সুখ লাভ না করেও পেরেশানিতে থাকতে হয় এবং সুখার্জনের পরও পেরেশানিতে থাকতে হয়। আবার সেই সুখ হারিয়ে গেলেও মর্মপীড়ায় ভোগতে হয়। এটি হলো পার্থিব জগত বিষয়ে প্রথম দৃষ্টিভঙ্গি। **আর দ্বিতীয়** দৃষ্টিভঙ্গি হলো আখিরাতের বিষয়ে। আখিরাত বিষয়ে চিন্তা করতে হবে যে, তা চিরস্থায়ী। তার কোনো ক্ষয় ও লয় নেই। আখিরাতের সুখ ও শান্তি অনন্ত-অফুরন্ত। পার্থিব জগত ও পরকালীন জগতের মধ্যকার পার্থক্য নিরূপণ করে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, ﴿وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾ "অথচ আখিরাত সর্বোত্তম ও স্থায়ী (সূরাতুল আ'লা, ৬৭ : ১৭)।"

সুতরাং, আখিরাত হলো পূর্ণ, স্থায়ী কল্যাণের চিরস্থায়ী আবাস ঘর। পক্ষান্তরে দুনিয়া হলো ক্ষণিকের কিছু অলীক ও ক্ষয়মান কল্পনাজল্পনা। তাই যারা সর্বশক্তি ব্যয় করে পার্থিব জীবন ও জগত সাজানোর প্রতিযোগিতায় মগ্ন থাকে, আল্লাহ্ তা'আলাকে স্মরণ থেকে একেবারে বিদায় করে দেয় এবং তাঁর সাথে সাক্ষাতের বিষয়ে সদা বিস্মৃত থাকে; আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে অত্যন্ত ভয়ানক হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। তিনি বলেন, ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ أُولَئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ "নিশ্চয়ই যারা আমার সাক্ষাতের আশা রাখে না এবং দুনিয়ার জীবন নিয়ে সন্তুষ্ট আছে ও তা নিয়ে পরিতৃপ্ত রয়েছে। আর যারা আমার নিদর্শনাবলি হতে গাফিল। তারা যা উপার্জন করতো, তার কারণে আগুনই হবে তাদের ঠিকানা (সূরাতু ইউনুস, ১০ : ৭-৮)।" মু'মিনদের মধ্যে যারা দুনিয়া নিয়ে পরিতুষ্ট তাদের নিন্দা করে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ﴾ "হে ঈমানদারগণ, তোমাদের কী হলো যে, যখন তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র পথে অভিযানে বের হতে বলা হয়, তখন তোমরা ভারাক্রান্ত হয়ে যমীনে ঝুঁকে পড়ো? তোমরা কি আখিরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে পরিতুষ্ট হয়েছো? আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনের ভোগের উপকরণ তো নগণ্য (সূরাতুত তাওবা, ৯ : ৩৮)।"

দুনিয়ার প্রতি বান্দার যেই পরিমাণ আগ্রহ ও পরিতুষ্টি জন্মাবে, আল্লাহ্‌র আনুগত্য ও আখিরাতের অন্বেষণ থেকে তার মাঝে সমপরিমাণে উদাসীনতা চলে আসবে। দুনিয়া-বিরাগের গুরুত্ব তুলে ধরার জন্য আল্লাহ্‌র নিম্নোক্ত বাণীই যথেষ্ট, ﴿أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ﴾ "আপনি ভেবে দেখুন, যদি আমরা তাদেরকে দীর্ঘকাল ভোগ-বিলাস করতে দেই, তারপর তাদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছিলো তা তাদের কাছে এসে পড়ে, তখন যা তাদের ভোগ-বিলাসের উপকরণ হিসেবে দেয়া হয়েছিলো তা তাদের কি উপকারে আসবে? (সূরাতুশ শু'আরা', ২৬ : ২০৫-২০৭)" (ইবনুল কায়্যিম *আল-ফাওয়া'ইদ* ১/৯১)।

ইসলামী স্কলারগণ দুনিয়ার ভোগ-বিলাসিতা ও তার লোভ-লালসা থেকে অতিশয় সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। এমনকি তাঁরা দুনিয়ার সৌন্দর্যে আকৃষ্ট ও মোহাচ্ছন্ন হয়ে তার দিকে চেয়ে থাকাকে নিন্দনীয় বিবেচনা করেছেন। শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়্যাহ্ (র.) এই বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, "গাছপালা, অশ্বদল ও অন্যান্য চতুষ্পদ প্রাণীর দিকে চেয়ে থাকা যদি দুনিয়া, নেতৃত্ব ও ধন-ঐশ্বর্যের আকর্ষণবোধ ও শ্রেষ্ঠত্ববোধ থেকে

হয়, তবে তা নিন্দনীয়। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, ﴿وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾ "আর আপনি আপনার দু'চোখ কখনো প্রসারিত করবেন না সেসবের প্রতি, যা আমি বিভিন্ন শ্রেণিকে দুনিয়ার জীবনের সৌন্দর্যস্বরূপ উপভোগের উপকরণ হিসেবে দিয়েছি, তা দ্বারা তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য। আর আপনার রব-এর দেয়া রিয্‌কই সর্বোৎকৃষ্ট ও অধিক স্থায়ী [সূরাতু তোয়াহা, ২০ : ১৩১]।" পক্ষান্তরে দুনিয়া-দর্শন যদি দ্বীনের ক্ষতি করে এমন পর্যায়ের না হয়; বরং কেবল আত্মার সাময়িক প্রশান্তির উদ্দেশ্যে হয় যেমন- বাগানের ফুলেল দৃশ্য-দর্শন, তখন তা এমন 'বাতিল' (চিত্তবিনোদন)-এর অন্তর্ভুক্ত বিবেচিত হবে, যা হকের উপর অবিচল থাকতে সহায়তা করে (আল-বা'লী ১/২৯)।

সম্পদপ্রীতি তখনই নিন্দনীয় যখন তা কোনো গুনাহে লিপ্ত হওয়া কিংবা কোনো অবশ্যপালনীয় বিধান বর্জনের কারণ হয়। এই বিষয়ে ইবনু তায়মিয়্যাহ্ (র.) বলেন, "সম্পদপ্রীতি ও পদ-মর্যাদার লোভ দ্বীন বিনষ্ট করে। ঐ আসক্তির জন্যই বান্দাকে শাস্তি দেয়া হয়, যে আসক্তির ফলে সে অন্যায়-অবিচার, মিথ্যা, অশ্লীলতা ইত্যাদি পাপকর্মে জড়িয়ে পড়ে। তবে বান্দার জন্য অধিক উত্তম ও নিরাপদ হলো অতিরিক্ত সম্পদ দান করে প্রয়োজন সমপরিমাণ সম্পদের উপর তৃপ্ত থাকা। এতে দুনিয়া নিয়ে তার অন্তরের ব্যস্ততা তুলনামূলক কমে যাবে এবং আখিরাত সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ কাজে তার মনোযোগ বৃদ্ধি পাবে। যা তার জন্য ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ বয়ে আনবে" (আল-বা'লী ১/৪৫৮, ৪৯৪; ইবন তায়মিয়্যাহ্ *মাজমূ'উল ফাতাওয়া* ১১/১০৮)।

আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীছে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, "مَنْ كَانَتِ الآخِرَةُ هَمَّهُ جَعَلَ اللَّهُ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ، وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ جَعَلَ اللَّهُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ، وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ". যে ব্যক্তির একমাত্র চিন্তার বিষয় হবে আখিরাত, আল্লাহ্ সেই ব্যক্তির অন্তরকে অভাবমুক্ত করে দিবেন, তার যাবতীয় বিচ্ছিন্ন কাজ একত্রিত করে সুসংহত করে দিবেন, তখন তার নিকট দুনিয়াটা নগণ্য হয়ে দেখা দিবে। আর যে ব্যক্তির একমাত্র চিন্তার বিষয় হবে দুনিয়া, আল্লাহ্ তার কাজগুলো এলোমেলো ও ছিন্নভিন্ন করে দেবেন এবং তার অভাব-অনটন দু'চোখের সামনে লাগিয়ে রাখবেন। তার জন্য যা নির্দিষ্ট রয়েছে, দুনিয়াতে সে এর চাইতে বেশি পাবে না (আত-তিরমিযী ৪/৬৪২/২৪৬৫; আশ-শায়বানী *আল-মুসনাদু* ৩৫/৪৬৭/২১৫৯০)।

সম্পদ অর্জনের ক্ষেত্রে মাত্রাতিরিক্ত আসক্তি ও পূর্ণ নিরাসক্তির মাঝামাঝিতে অবস্থান করা জরুরি। আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাঁড়ালেন অতঃপর লোকদের উদ্দেশে ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন, হে লোকসকল, আল্লাহ্‌র শপথ! তোমাদের ব্যাপারে আমার কোনো কিছুর আশঙ্কা নেই। তবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যে পার্থিব সৌন্দর্য ও চাকচিক্যের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, এ সম্পর্কে তোমাদের ব্যাপারে আমার আশঙ্কা রয়েছে।" এক ব্যক্তি বললো, "হে আল্লাহ্‌র রাসূল, কল্যাণের পরিণামে কি অকল্যাণও হয়ে থাকে?" রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কী বলেছিলে?" সে বললো, "আমি বলেছিলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কল্যাণের সাথে কি অকল্যাণ আসবে?" রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "কল্যাণ কখনো অকল্যাণ বয়ে আনে না। অবশ্য বসন্তকালে যেসব তৃণলতা ও সবুজ ঘাস উৎপন্ন হয় তা (সবটুকু সুস্বাদু ও কল্যাণকর বটে) অনেক সময় হয়তো ভোজনকারী পশুকে ডায়রিয়ার প্রকোপে ফেলে বা মৃত্যুর কাছাকাছিও নিয়ে যায়। তবে ঐ তৃণভোজী পশুর পরিস্থিতি ভিন্ন হয়, যে পেট ভরে খাবার পর সূর্যের তাপ গ্রহণ করে, পায়খানা-পেশাব করে, জাবর কাটে এবং চারণভূমিতে ফিরে এসে পুনরায় ভক্ষণ করে। অনুরূপভাবে যে

ব্যক্তি সৎপন্থায় সম্পদ উপার্জন করে তাকে এর মধ্যে বরকত দেয়া হয়। আর যে ব্যক্তি অসৎ পন্থায় সম্পদ উপার্জন করে তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে– সে অনেক খাচ্ছে কিন্তু পরিতৃপ্ত হতে পারছে না (আল-কুশায়রী ২/৭২৭/১০৫২)।

ইবনুল কায়্যিম (রা.) এই হাদীছের ব্যাখ্যাকালে সম্পদের ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অবলম্বনের গুরুত্ব বুঝাতে গিয়ে বলেন, "(বসন্তকালে যেসব তৃণলতা ও সবুজ ঘাস উৎপন্ন হয় এটা কোনো পশুকে ডায়রিয়ার প্রকোপে ফেলে মারে না বা মৃত্যুর কাছাকাছিও নিয়ে যায় না)–রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর এই বাণীর মাঝে ফুটে উঠেছে অন্যতম সুন্দর উপমা এবং এতে দুনিয়ার প্রতি মোহাচ্ছন্নতা থেকে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। চারণভূমিতে বিচরণকারী পশু যেমন বসন্তের সবুজ ঘাসের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তা থেকে মাত্রাতিরিক্ত ভক্ষণের ফলে ডায়রিয়ার প্রকোপে মারা যায় কিংবা মরে যাবার উপক্রম হয়, অনুরূপভাবে ধনসম্পদের মাত্রাতিরিক্ত লালসা মানুষকে ধ্বংস করে কিংবা ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যায়। অনেক সম্পদশালী ব্যক্তি তার সম্পদের কারণে হত্যার শিকার হয়েছে। কারণ, মাত্রাতিরিক্ত লালসা নিয়ে সে যখন সম্পদ জমা করেছে এবং তার সেই সম্পদে অন্যের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে, তখন উপয়ান্তর না পেয়ে সেই সম্পদ অর্জনের লক্ষ্যে অন্যরা তাকে হত্যা করেছে কিংবা তাকে অপদস্থ করে সম্পদ থেকে হাতছাড়া করেছে।

"তবে ঐ তৃণভোজী পশু"-এই বাক্যের মাধ্যমে ঐ ব্যক্তির উপমা দেয়া হয়েছে, যে দুনিয়ায় প্রয়োজন সমপরিমাণ সম্পদ আহরণ করে। তাকে এমন জন্তুর সাথে সাদৃশ্য দেয়া হয়েছে যা প্রয়োজন মতো তৃণলতা ও ঘাস পেটভরে ভক্ষণ করে। "সূর্যের তাপ গ্রহণ করে, পায়খানা-পেশাব করে"– এই বাক্যাংশে তিনটি উপকারিতা রয়েছে।

প্রথমত: জন্তু যখন চারণভূমিতে থেকে নিজের প্রয়োজনের চাহিদা অনুযায়ী ভক্ষণ করেছে, তখন তা খাওয়া বন্ধ করে দিয়ে সূর্যের তাপে গিয়ে বসেছে যাতে ভক্ষিত খাদ্য হজম হয়ে যায়।

দ্বিতীয়ত: সে লালসিত হয়ে চারণভূমি থেকে যথেচ্ছা খাওয়ার মতো ক্ষতিকর কাজ থেকে বিরত থেকেছে এবং উপকারী সূর্যের তাপ গ্রহণ করেছে যার ফলে খাদ্য হজম হয় এবং তা মল হয়ে সহজে নির্গত হয়।

তৃতীয়ত: পেটের মধ্যে চারণভূমির যে খাদ্য জমা হয়েছে জন্তু তা পেশাব-পায়খানার মাধ্যমে খালি করার ফলে পেটের মধ্যে স্বস্তি এসেছে। যা খেয়েছে তা যদি পেটের মধ্যেই রয়ে যেতো, তবে তা মৃত্যুর কারণ হতো। অনুরূপভাবে সম্পদ আহরণকারী তখনই তার সম্পদের কল্যাণ ভোগ করতে পারবে, যখন সে তার সম্পদের সাথে উল্লিখিত জন্তুর অনুরূপ আচরণ করবে...। হাদীছে এই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, চারণভূমিতে বিদ্যমান খাদ্যের প্রতি লালায়িত হয়ে যথেচ্ছা ভক্ষণ করা এক ধরনের প্রান্তিকতা। আবার কিছু না খেয়ে পূর্ণ বিমুখতা অবলম্বন করার ফলে ক্ষুধার তাড়নায় প্রাণনাশ করা আরেক প্রকার প্রান্তিকতা। এই দুয়ের মাঝামাঝি পদ্ধতি হলো মধ্যপন্থা। হাদীছে অঢেল বিত্ত-বৈভবের অধিকারী ব্যক্তির জন্য আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা হলো, যেভাবে শারীরিক শক্তি ও সুস্থতা সংরক্ষণের নিমিত্তে ভক্ষিত খাদ্য মল আকারে ত্যাগ করা জরুরি, একইভাবে অর্জিত সম্পদও পরিমাণ মতো বিভিন্ন খাতে ব্যয় করা জরুরি। মল আটকে রাখা যেমন ক্ষতিকর, তেমনিভাবে ব্যয়যোগ্য সম্পদ পুঞ্জীভূত করে রাখাও ক্ষতিকর (ইবনুল কায়্যিম '*উদ্দাতুস সাবিরীন* ১/১৮৫-১৮৬)।

ইবনুল জাওযী (র.) মানুষ থেকে অমুখাপেক্ষী থাকার গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, “দুনিয়ার মধ্যে আলিম সম্প্রদায়ের জন্য সম্পদ জমা করার তুলনায় অধিক উপকারী কোনো বিষয় আছে বলে আমার মনে হয় না। কারণ, এর ফলে তাঁদের স্বাবলম্বন প্রকাশ পায় এবং মানুষের কাছ থেকে তাঁদের অমুখাপেক্ষীতা প্রমাণিত হয়। জ্ঞানের সাথে সম্পদের সংযুক্তি পূর্ণ ব্যক্তিত্ব ফুটিয়ে তুলে। দেখা যায়, অধিকাংশ আলিম জ্ঞান নিয়ে ব্যস্ত থাকার কারণে সম্পদ অর্জনের সুযোগ পায় না। ফলে নিজের প্রয়োজন পূরণে তাঁরা অন্যের দ্বারস্থ হয়ে পড়ে। অতঃপর ধৈর্যের বাঁধ যখন ভেঙ্গে যায়, তখন সম্পদ অর্জনের জন্য তাঁরা বিভিন্ন লাঞ্ছনাকর মাধ্যম গ্রহণে পিছপা হয় না। অতএব এ কথা স্পষ্ট যে, সম্মান ও মান-মর্যাদা তখনই পূর্ণতা পাবে, ‘রিয়া’ (প্রদর্শনেচ্ছা) তখনই লোপ পাবে, যখন উলামায়ে কিরাম যালিম শাসকদের কাছ থেকে দূরত্ব বজায় রাখবে। আর এই বিষয়টি দু’ শ্রেণির উলামায়ে কিরাম ব্যতীত অন্য কারো ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হতে দেখা যায়নি।

প্রথম শ্রেণি: যাঁরা ছিলেন সম্পদশালী। যেমন, সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব তেলের ব্যবসা করতেন। সুফিয়ান সাওরীর বিভিন্ন ব্যবসায়িক পণ্য ছিলো। অনুরূপভাবে ইবনুল মোবারকও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

দ্বিতীয় শ্রেণি: যাঁরা ছিলেন অত্যধিক ধৈর্যশীল এবং আল্লাহ্‌প্রদত্ত রিয্‌ক যথেষ্ট না হলেও এর উপর পরিতুষ্ট। যেমন, বিশর আল-হাফী, ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বল। অতএব মানুষ যখন উপরোল্লিখিত দুই শ্রেণির মতো ধৈর্য কিংবা সম্পদের অধিকারী হয় না, তখন সে বিভিন্ন পরীক্ষা ও দুর্যোগের সম্মুখীন হতে হতে এক পর্যায়ে নিজের দ্বীন হারাতে উপক্রম হয়। আর এ সবের মূলে রয়েছে দারিদ্র্য। প্রকৃতপক্ষে, প্রয়োজন সারে এমন সম্পদ থাকা সত্ত্বেও যে অধিক সম্পদের লোভে বাদশাহর দরবারে ভিড় করে, তবে সে কখনো আলিম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না; বরং সে দুনিয়ালোভীদের অন্তর্ভুক্ত বিবেচিত হবে” (ড. আব্দুল আযীয ১/৫৬-৫৭)।

সারকথা হলো, বান্দার উচিত যতটুকু সম্পদ হলে তার অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানের প্রয়োজন পূরণ হয়, ততটুকু সম্পদের উপর পরিতুষ্ট থাকা। আর এই প্রয়োজন পূরণের জন্য একমাত্র আল্লাহ্‌র কাছেই প্রার্থনা করা এবং তারই প্রতি অনুরাগী হওয়া। তবে বান্দার জন্য সমীচীন নয়, প্রয়োজনোতিরিক্ত সম্পদ অর্জনের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়া। যে রিয্‌ক তার জন্য পূর্ববণ্টিত, তা অর্জনের পথে সে তার মূল্যবান জীবন বিনাশের জন্য উদ্যত হয়। এমনকি পরিস্থিতি আরো গুরুতর হয়ে এই দাঁড়ায় যে, সে হারাম উপায়ে সম্পদ অর্জনে আসক্ত হয়ে পড়ে অবশ্যপালনীয় অধিকার আদায়ে সে নিবৃত্ত থাকে।

ছয়: নেতৃত্বের লোভ

নেতৃত্ব ও পদমর্যাদার লোভ-লালসা এক ধ্বংসাত্মক প্রবৃত্তি। যা বেশিরভাগ মানুষের কপালে অভিশপ্ত দাসত্বের কালিমা লেপে দেয়। নেতৃত্বলোভী এসব ব্যক্তিবর্গের কাছে কর্তৃত্ব, পদমর্যাদা লাভ, খ্যাতি ও প্রসিদ্ধি অর্জন জীবনের একমাত্র লক্ষ-উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়।

কা’ব ইবনু মালিক আল-আনসারী (রা.) বর্ণিত হাদীছে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ أُرْسِلَا فِي غَنَمٍ بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِينِهِ." “দুটি ক্ষুধার্ত নেকড়ে বাঘকে ছাগলের পালে ছেড়ে দিলে ততটুকু ক্ষতিসাধন করে না, যতটুকু কোনো ব্যাক্তির ধন-সম্পদের মোহ ও মর্যাদার লালসা তার দ্বীনের ক্ষতি করে থাকে” (আত-তিরমিযী ৪/৫৮৮/২৩৭৬)। এ হাদীছের ব্যাখ্যায় ইবনু রজব (র.) বলেন, “রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ অবহিত করলেন যে, কোন মানুষের সম্পদ ও সম্মানের মোহ তার দ্বীনের জন্যে আশঙ্কা বিবেচনায় নেকড়ে বাঘ

কর্তৃক বকরিকে ধ্বংস করার শঙ্কার চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। বরং উভয়ই সমান হবে কিংবা আশঙ্কা বিবেচনায় একে অপরকে ছাড়িয়ে যাবে। তিনি ইঙ্গিত করলেন যে, দুনিয়াতে দু'টি ক্ষুধার্ত নেকড়ের কবল থেকে বকরি যেমন অনিরাপদ, তেমনি সম্মান ও সম্পদলোভী মুসলিমের দ্বীনও অনিরাপদ।" তিনি আরো বলেন, "সম্মানের লালসা সম্পদের লোভের চেয়ে ধ্বংসাত্মক। দুনিয়াতে সম্মান, মর্যাদা ও ক্ষমতার পেছনে ছুটা সম্পদের লোভের তুলনায় বান্দার জন্য অধিকতর ক্ষতিকর। এর কারণ হলো, ধন-সম্পদ ক্ষমতা এবং সম্মান লাভের পেছনে ব্যয় হয়ে যায়। অতঃপর তিনি সম্মানের লোভের প্রকরণ তুলে ধরলেন এবং বললেন, সম্মানের লোভ দুই ভাগে বিভক্ত।

এক. ক্ষমতা, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও ধন-সম্পদের মাধ্যমে সম্মান অন্বেষণ। এটি সবচেয়ে বিপজ্জনক। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটি পরকালের সম্মানমর্যাদা ও কল্যাণকর বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, ﴿تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ "আখিরাতের ঘর তো আমি সেসব লোকদের জন্যে নির্ধারণ করেছি, যারা এ পৃথিবীতে ঔদ্ধত্য ও বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চায় না। আর শুভ পরিণাম মুত্তাকিদের জন্য [সূরাতুল কাসাস ২৮ : ৮৩]।"

দ্বিতীয়. ইলম, আমল ও যুহদের (দুনিয়াবিমুখতা) ইত্যাদির মতো ধর্মীয় বিষয়াদির মাধ্যমে সম্মান অন্বেষণ ও মর্যাদা প্রত্যাশা। প্রথম প্রকারের চেয়ে এটা আরো ভয়াবহ এবং অধিকতর বিপজ্জনক। এর কারণ হলো- ইলম, আমল ও যুহদ হলো আল্লাহ্‌র কাছে সম্মান-মর্যাদা, চিরস্থায়ী স্বাচ্ছন্দ্য জীবন ও নৈকট্য লাভের অন্যতম পন্থা (ড. আব্দুল আযীয তাবি, ১/৫৮-৫৯)।

ক্ষমতার প্রতি বিশেষ আগ্রহ ও নেতৃত্বের লোভ নানারকম অকল্যাণ ও বহুসংখ্যক ক্ষতিকর বস্তু থেকে মুক্ত নয়। ইবনু রজব (র.) কতিপয় অকল্যাণের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন, "জেনে রাখো যে, ক্ষমতা চাওয়ার পেছনে সম্মানের যে লোভ লালিত হয়, তা গুরুতর ক্ষতি তরান্বিত করে। কিছু ক্ষতি তো কাঙ্ক্ষিত সম্মান অর্জনের পূর্বেই সংশ্লিষ্ট মাধ্যম গ্রহণ করতে গিয়ে তরান্বিত হয়ে যায়, আর সেই সম্মান অর্জনের ক্ষমতাবান ব্যক্তি যুলুম, অহংকারের মতো মহাবিপদ ও অকল্যাণের সম্মুখীন হয়" (প্রাগুক্ত ১/৫৯)। ইবনু রজব (র.) আরও বলেন, "ধন-সম্পদ ও নেতৃত্বের প্রতি ঝোঁক ও লালসা মানুষের দ্বীনকে ধ্বংস করে দেয়। তবে আল্লাহ্ তা'আলা যার ব্যাপারে ইচ্ছা করেন তার অন্তরই টিকে থাকে। অন্তর স্বজাতির উপর শ্রেষ্ঠত্ব ও সম্মান কামনা করে। এখান থেকেই সৃষ্টি হয় হিংসা-বিদ্বেষ ও অহংকার (প্রাগুক্ত)।

ইবনুল কায়্যিম (র.) এই মনোপ্রবৃত্তির কতেক ক্ষতিকর বিষয় উল্লেখ করে বলেন, "ক্ষমতান্বেষণীরা নেতৃত্বার্জনের নিমিত্তে প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়। এর মাধ্যমে তারা দুনিয়ায় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে সচেষ্ট হয় এবং মানবহৃদয়কে আকর্ষণ করে তাদের অনুগত দাসে পরিণত করতে উদ্যত হয়, যাতে করে প্রভাব-প্রতিপত্তি খাটিয়ে সমস্ত স্বার্থ উদ্ধারে এই দাসদের কাজে লাগানো যায়। কাজেই নেতৃত্বার্জনের এহেন হীন উদ্দেশ্য থেকে কতো যে প্রলয়ঙ্কর বিপর্যয় সৃষ্টি হয়, তা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই ভালো জানেন। উদাহরণস্বরূপ, বিদ্রোহ, হিংসা-বিদ্বেষ, সীমালঙ্ঘন, যুল্‌ম-নির্যাতন, বহুমুখী বিপর্যয়, অন্যায় আত্মঅহমিকাবোধ, আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে অসম্মানিত ব্যক্তিকে সম্মানপ্রদান এবং আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে সম্মানিত ব্যক্তিকে তুচ্ছজ্ঞান করা ইত্যাদি। বস্তুতঃ দুনিয়াবি নেতৃত্ব এভাবেই অর্জিত হয়। এমনকি এর দ্বিগুণ বিপর্যয় ও দূর্নীতিরও ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয়। তবে নেতারা এসব থেকে চোখ বুজে থাকে। কিন্তু প্রবঞ্চনার পর্দা যখন উন্মোচিত হবে তখন তাদের সামনে তাদের কৃতকর্মের অসারতা ও ভ্রান্তি প্রকাশ

পেয়ে যাবে। বিশেষ করে যখন পিঁপড়ার আকৃতিতে তাদের হাশর হবে আর উচ্চ মর্যাদাপ্রাপ্তরা তাদের পদদলিত করবে, যাতে তারা ঠিক ঐভাবে লাঞ্চিত ও অপদস্থ হয় যেভাবে তারা আল্লাহ্‌র দ্বীন ও তাঁর বান্দাদের লাঞ্চিত ও অপমানিত করতো" (ইবনুল কায়্যিম *আর-রূহু ফিল কালাম* ১/২৫৩)।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে এ কথা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় যে, নেতৃত্বের লোভ নিন্দনীয় এবং তা বহুমাত্রিক ফাসাদ তরান্বিত করে। তবে জ্ঞাতব্য যে, আল্লাহ্‌র পথে আহ্বানের উদ্দেশ্যে নেতৃত্ব অর্জনের আগ্রহ ও দুনিয়ার উদ্দেশ্যে নেতৃত্ব অর্জনের আগ্রহের মাঝে রয়েছে বিস্তর ফারাক। প্রথমটির মূল লক্ষই হলো আল্লাহ্‌ ও তাঁর দ্বীনের মর্যাদা সমুন্নত করা। পক্ষান্তরে দ্বিতীয়টির লক্ষ হলো ব্যক্তিগত সম্মান ও অবস্থার সমূহ উন্নতি সাধন। যে ইমাম কিংবা শাসক ন্যায়পরায়ণ হবেন, তিনি কখনও নিজ সম্মানের প্রপাগান্ডা চালাবেন না। বরং তিনি মানুষকে আহ্বান করবেন একমাত্র আল্লাহ্‌র বড়ত্ব প্রদর্শন ও তাঁর একনিষ্ঠ ইবাদতের প্রতি। পূর্বসূরীদের অনেকেই ক্ষমতা লাভের আকাঙ্ক্ষা করতেন শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র পথে আহ্বানের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহারের জন্য। অতএব যে তার রবের প্রার্থনা করবে- সে যেভাবে মুত্তাকীদের অনুসরণ করে, আল্লাহ্‌ যেন তাকে সেভাবে মুত্তাকীদের অনুসরণীয় ইমাম হিসেবে অধিষ্ঠিত করেন, তবে এতে তার কোনো ক্ষতি হবে না। বরং এ ধরণের প্রার্থনার জন্য সে প্রশংসিত হবে। কারণ, সে যেহেতু আল্লাহ্‌র পথে আহ্বান করে এবং আল্লাহ্‌র ইবাদত ও তাঁর অনুসরণকেই পছন্দ করে, কাজেই যে মাধ্যম গ্রহণে এই কাজ সফল হবে, তা পছন্দ করাও তার জন্য প্রশংসাযোগ্য হবে (ইবনুল কায়্যিম *আর-রূহু ফিল কালাম* ১/২৫৩; ড. আব্দুল আযীয *আল-উবূদিয়্যাহ্‌* ১/৬০)।

ক্ষমতা ও সুখ্যাতির মোহ নামক মনোপ্রবৃত্তি থেকে বিরত থাকা আহলুল ইলম এবং তালিবানে ইলমদের জন্যে যথোচিত মনে করছি। কারণ, এটি একটি জটিল ও কঠিন রোগ। তাই তাওবা, অন্তরের পরিশোধন ও হিসাবনিকাশের মাধ্যমে অতি দ্রুততম সময়ে এর প্রতিকার ও পরিহার করা দায়িত্ব ও কর্তব্য। সুফিয়ান ছাওরী (র.) বলেন, "পাঠকদের কাছে স্বর্ণের চেয়ে ক্ষমতাই অধিকতর প্রিয়" (আশ-শায়বানী *আয-যুহদু* ১/৯১)। ইবনুল জাওযী (র.) নেতৃত্ব ও সুখ্যাতিসক্ত উলামাদের প্রসঙ্গে বলেন, "বর্তমানে চারদিকেই বিচিত্র নেতৃত্বের ছড়াছড়ি। নেতৃত্ব স্থায়ী ও পাকাপুক্ত হতে না হতেই অন্তরে উদাসীনতা, সৃষ্টির প্রতি মনোযোগ ও স্রষ্টা বিস্মৃতির মতো ধ্বংসাত্মক অবস্থা জেঁকে বসে। তখন কেবল দুনিয়াবাসীর উপর নেতৃত্বের অভিলাষ অন্তরে লালিত হয়। অতএব, আমাদের উচিত, নিয়ত সংশোধনের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া আর লৌকিকতার উদ্দেশ্যে সাজ-সজ্জা পরিত্যাগ করা। সত্য পথে প্রতিষ্ঠিত থাকাই হবে আমাদের একমাত্র লক্ষ। এভাবেই পূর্বসূরী উলামায়ে কিরাম সুউচ্চ মর্যাদায় আসীন হয়েছেন এবং সফলকাম হয়েছেন" (ইবনুল জাওযী *সাইদুল খাতির* ১/২২৭; আল-আজরী *আখলাকুল আম্বিয়া* ১/১৭৫)।

উপহসংহার

ইসলাম মানুষের যাবতীয় অবস্থা এবং তাদের যাবতীয় স্বভাব ও প্রবৃত্তির পর্যবেক্ষণ করে। ইসলাম সেগুলোর বৈধতা স্বীকার করার পাশাপাশি সেগুলোকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিশীলিত রাখে। যৌনপ্রবৃত্তি ও নারী আসক্তি হলো কুফরিতে লিপ্ত হবার প্রধানতম কারণ। নারী ঘটিত ফিতনাই হলো সবচেয়ে বড় ফিতনা। দুনিয়াসক্ত ব্যক্তি যেমন ধন-সম্পদে কখনো পরিতৃপ্ত হয় না, তেমনি যৌনপ্রবৃত্তিতে আসক্ত ব্যক্তি কোন বাধা-বন্ধকতা না আসলে থমকে গিয়ে পেছনে ফিরে আসার কল্পনাও করে না। যদি বিভিন্ন বর্ণের বিভিন্ন অবয়বের এবং নানান সুন্দরী রমণীরা কোনো পুরুষের সাথে সম্পর্ক রাখে, কী মনে হয়-তা তার জন্যে যথেষ্ট হবে? কখনোই না। কিন্তু একটা হালাল বিবাহের সম্পর্ক তার জন্য শুধু যথেষ্ট হবে, তাতে সারা জীবন কেটে যাবে। অবৈধ সম্পর্ক থেকে দূরে থাকার দৃঢ় সংকল্প, দৃষ্টি

অবনত রাখার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, লোভ পরিহার করার প্রত্যয়ই হলো মনোপ্রবৃত্তি থেকে বাঁচার সবচেয়ে কার্যকরী পন্থা। দুনিয়ার ভালবাসা যাবতীয় পাপাচারের মূল। দুনিয়ার ভালোবাসা ও ক্ষমতার লোভের ফলেই জাহান্নামিরা জাহান্নামে দীর্ঘস্থায়ী হবে। আর দুনিয়াবিমুখতা ও ক্ষমতার অনুগ্রহ জান্নাতীদের জান্নাতে দীর্ঘস্থায়ী করবে। সম্মানের লোভ অর্থের লোভের চেয়ে ধ্বংসাত্মক। দুনিয়ার সম্মান-মর্যাদা, নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের পেছনে, অর্থের পেছনে ধাবিত হওয়ার চেয়ে মানুষের জন্য অধিকতর ক্ষতিকর। অতএব আমাদের উচিত হলো-অবৈধ যৌনপ্রবৃত্তি, সম্পদ, ক্ষমতা ও প্রসিদ্ধির লোভ পরিহার করা। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সকলকে এসব কর্ম থেকে মুক্ত থেকে নিজেদের কুপ্রবৃত্তি নিরাময় করে কুরআন ও সুন্নাহ্ অনুযায়ী আমার করার তাওয়ীক দান করুন।

তথ্যসূত্র

আল-আজরী, মুহাম্মদ, *আখলাকুল আম্বিয়া*, সৌদি আরব: রিআসাতু ইদারাতিল বুহুছিল ইলমিয়্যাহ্, ১৯৭৮ খ্রি।

ড. আব্দুল আযীয ইবন মুহাম্মদ, *আল-উবূদিয়্যাহ্*, দাম্মাম: আল-মাকতাবুল ইসলামী, তাবি।

ইবনুল জাওযী, আব্দুর রহমান, *যাম্মুল হাওয়া*, মাক্কাতুল মুকার্‌রামা: মাক্‌তাবাতু দারিল বায, ১৯৯৪ খ্রি।

ইবনুল জাওযী, 'আব্দুর রহমান, *সাইদুল খাতির*, বৈরূত: দারু ইহ্ইয়াইত তুরাছিল আরবী, তাবি।

ইবনুল কায়্যিম, মুহাম্মদ, *আল-ফাওয়া'ইদ*, বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ্, ২য় সং, ১৯৭৩ খ্রি।

ইবনুল কায়্যিম, *রাওদাতুল মুহিব্বীন*, বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ্, ১ম সং, ১৯৯২ খ্রি।

ইবনুল কায়্যিম, মুহাম্মদ, *ইগাছাতুল লাহফান*, বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২য় সং, ১৯৭৩ খ্রি।

ইবনুল কায়্যিম, মুহাম্মদ, *আত-তুরুকুল হিকমিয়্যা ফীস সিয়াসাতিশ শার'ঈয়্যা*, মাক্কাতুল মুকাররামা: দারু আলামিল ফাওয়াইদ, ১ম সং, ১৪২৮ হি।

ইবনুল কায়্যিম, মুহাম্মদ, *'উদ্দাতুস সাবিরীন ওয়া যাখীরাতুশ শাকিরীন*, বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ্, তাবি।

ইবনুল কায়্যিম, মুহাম্মদ, *আর-রূহ ফিল কালাম*, বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ্, ১৯৭৫ খ্রি।

ইবনুল মুকাফ্‌ফা', আব্দুল্লাহ্, *আল-আদাবুল কাবীর*, বৈরূত: দারু সাদির, তাবি।

ইবন তায়মিয়্যাহ্, 'আহমদ, *মাজমূ'উল ফাতাওয়া*, আল-মাদীনাতুন নাবাবীয়্যাহ্: মুজাম্মা'আল মালিক ফাহাদ, ১৯৯৫ খ্রি।

ইবন তায়মিয়্যাহ্, *আল-মুস্তাদরাক আলা মাজমূ'ই ফাতাওয়া*, সৌদি আরব: দারুল ওয়াফা, ১ম সং, ১৪১৮ হি।

ইবন কাছীর, ইসমা'ঈল, *তাফ্সীরুল কুরআনিল 'আজীম*, কায়রো: আল-মাকতাবুস সাকাফী, ১ম সং, ২০০১ খ্রি।

আল-কুশায়রী, মুসলিম, *আস-সহীহ*, বৈরূত: দারু ইহ্ইয়াইত তুরাছিল 'আরবী, তাবি।

আল-কুরতুবী, মুহাম্মদ, *আল-জামী' লিআহকামিল কুরআন*, কায়রো: দারুল কুতুবিল মিসরিয়্যাহ্, ২য় সং, ১৯৬৪ খ্রি।

জারীশা, 'আলী মুহাম্মদ, *আসালীবুল গাযবিল ফিকরী*, বৈরূত: দারুত তুরাছিল 'আরবী, তাবি।

আত-তানতাবী, আলী, *ফাতাওয়া আলী আত-তানতাবী*, মিসর: আল-আযহার, তাবি।

আত-তিরমিযী, মুহাম্মদ, *আস-সুনান*, মিসর: মাকতাবাতু মুস্তাফা আল-বাবী, ২য় সং, ১৯৭৫ খ্রি।

আল-বুখারী, মুহাম্মদ, *আস-সাহীহ*, বৈরূত: দারু ইবনি কাছীর, ৩য় সং, ১৪০৭ হি।

আল-বা'লী, মুহাম্মদ ইবন আলী, *মুখ্তাসারুল ফাতাওয়া আল-মিসরিয়্যাহ্ লিইবন তায়মিয়া*, দাম্মাম: ১০০৬ খ্রি।

আল-মারওয়াযী, আব্দুল্লাহ্ ইবনুল মুবারক, *আয-যুহদু ওয়ার রাকাইক*, বৈরূত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ্, তাবি।

আয-যাহাবী, মুহাম্মদ, *সিয়ারু 'আ'লামিন নুবালা'*, বৈরূত: মু'আস্‌সাসাতুর রিসালাহ্, ৩য় সং, ১৯৮৫ খ্রি।

আশ-শায়বানী, আহমদ, *আয-যুহদু*, বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ্, ১৯৮৩ খ্রি।

আশ-শায়বানী, 'আহমদ, *আল-মুসনাদু*, বৈরূতঃ মু'আস্‌সাসাতুর রিসালাহ্‌, ১ম সং, ২০০১ খ্রি।
আস-সুয়ূতী, আব্দুর রহমান, *আদ-দুররুল মানছূর*, বৈরূতঃ দারুল ফিকর, ১৯৯৩ খ্রি।
হুসায়ন, শায়খ মুহাম্মদ খিদ্‌র, *রাসাইলুল ইসলাহ্‌*, রিয়াদঃ মাকতাবাতুর রুশদ, তাবি।